ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-239 ■ 31 May, 2026 ■ আগরতলা ৩১ মে, ২০২৬ ইং ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোনারপুরে অভিষেককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ
চড়-ডিম নিক্ষেপ, সরকারকে দায়ি করলেন মমতা

কলকাতা, ৩০ মে (আইএএনএস) ।। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও দলের লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এক দলীয় কর্মীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে, শারীরিকভাবে হেনস্তা করে এবং চড়ও মারে।

শনিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট রোডের বাসভবনে সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের নোটিস পাওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোনারপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে তিনি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হিংসার শিকার বলে দাবি করা দলীয় কর্মী সঞ্জু কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন।

পথে কামালগাজিতে তাঁর গাড়ি প্রথমে কিছু মহিলার কালো পতাকা প্রদর্শনের মুখে পড়ে। তবে সোনারপুরে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় শতাধিক মানুষ, যাদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন, তাঁকে 'চোর' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন।

এরই মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নেমে এক স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর মোটরসাইকেলে চেপে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। অভিযোগ, তখনই বিক্ষোভকারীরা তাঁর দিকে ধেয়ে আসে। কয়েকজন মহিলা তাঁকে শারীরিকভাবে আক্রমণ

ও চড় মারেন বলে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর দিকে ডিম ছোড়া হয় এবং ধস্তাধস্তির সময় তাঁর জামাও ছিঁড়ে যায়।

ডিমের আঘাত লাগার পর মাথা রক্ষার জন্য তিনি একটি ক্রিকেট হেলমেট পরে নেন। তাঁর দিকে পাথরও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ, যদিও সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, আমি আমাদের দলের কর্মী সঞ্জু কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। হেলমেট থাকার কারণে কোনওভাবে মাথা বাঁচাতে পেরেছি। বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার পিছনে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আদৌ গণতন্ত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আশ্চর্যের বিষয়, হামলার সময় আশেপাশে কোনও পুলিশকে দেখা যায়নি। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাই কোর্ট-এর দ্বারস্থ হবেন এবং বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে অবহিত করবেন।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দীর্ঘদিন জনসমক্ষে না দেখা গেলেও শনিবারই প্রথম একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনের শুরুতে তিনি উত্তর কলকাতার বেলিয়াঘাটা এলাকায় গিয়ে রাজনৈতিক হিংসার শিকার বলে দাবি করা আর এক দলীয় কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন। পরে সোনারপুরে পৌঁছে এই বিক্ষোভ ও হামলার ঘটনার মুখোমুখি হন।

এদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপর হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা শনিবার নিন্দা প্রকাশ করেছেন। তবে ঘটনার সমালোচনার পাশাপাশি বিজেপি ও সিপিআই(এম) নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনের আগে দেওয়া বিতর্কিত ও উস্কানিমূলক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ে ৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চিটফান্ড সংস্থার তিন কর্ণধারের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। সাড়ে ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও আমানতকারীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রগতিশীল ইনফ্রা প্রজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (পিপিএসএল) চিটফান্ডের তিন কর্ণধারকে কারাদণ্ড ও জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই বিশেষ আদালত।

আজ রায় ঘোষণার পর মামলার আইনজীবী প্রসেনজিত সাহা বলেন, ২০০৯ সালে কৈলাসহরে প্রগতিশীল ইনফ্রা প্রজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীকালে ত্রিপুরা জুড়ে সংস্থার প্রায় ১৪টি শাখা অফিস গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে সংস্থাটি নিয়মিতভাবে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিলেও ২০১১ সাল থেকে মেয়াদপূর্তির পরও আমানতকারীরা তাদের টাকা ফেরত পেতে ব্যর্থ হন। এরপর ক্ষুব্ধ আমানতকারীরা সংস্থার চেয়ারম্যান

অরিন্দম দাস, দীপশিখা চক্রবর্তী দাস এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরিতোষ দাস বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন।

পরবর্তীতে মামলার তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে ন্যস্ত হয়। দীর্ঘ তদন্তের পর সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। বিচার প্রক্রিয়ায় মোট সাতজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত সংস্থার চেয়ারম্যান অরিন্দম দাস, দীপশিখা চক্রবর্তী দাস এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরিতোষ দাস-কে দোষী সাব্যস্ত করেন।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০(বি) এবং ৪২০ ধারায় প্রত্যেক অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অনাদায়ে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ভোপালে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

ভোপাল, ৩০ মে (আইএএনএস) ।। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে শনিবার ভোপালে বিক্ষোভ মিছিল করার সময় প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং-সহ কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতাকে পুলিশ আটক করে।

কংগ্রেস এবং তাদের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (পিসিসি) সদর দফতরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখান থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে মিছিল করার চেষ্টা করেন।

বিক্ষোভকারীরা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে বের হওয়ার পর রেড ক্রস মোড়ের কাছে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাদের পথ আটকে দেয়। এরপর কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি ও স্লোগানবাজির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ একাধিক নেতা ও কর্মীকে আটক করে বাসে করে রাতিবাদ থানায় নিয়ে যায়।

আটক হওয়া নেতাদের মধ্যে ছিলেন দিগ্বিজয় সিং ছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী পিসি শর্মা, রাজকুমার প্যাটেল, সিলওয়ানি বিধায়ক ও রাইসেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র প্যাটেল, প্রাক্তন বিধায়ক শৈলেন্দ্র প্যাটেল এবং বিদিশা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত রঘুবংশী।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারী, বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার, প্রাক্তন মন্ত্রী সুখদেব পানসে, কমলেশ্বর প্যাটেল এবং এনএসইউআই-এর জাতীয় সভাপতি বরুণ চৌধুরী-সহ বহু নেতা।

বিক্ষোভে অংশ নিতে শতাধিক কংগ্রেস কর্মী ও ছাত্রছাত্রী পিসিসি কার্যালয়ে জড়ো হন। কর্মসূচিকে ঘিরে আগে থেকেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল পুলিশ প্রশাসন। কংগ্রেস সদর দফতর ও মিছিলের সম্ভাব্য রুট জুড়ে একাধিক ব্যারিকেড বসানো হয়। পাশাপাশি রেড ক্রস মোড়ে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, জলকামান ও নিরাপত্তারক্ষী। মিছিল শুরুর আগে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে দিগ্বিজয় সিং কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, বারবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৩১ মে অর্থাৎ রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

সরকারি সূত্রের খবর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সফরের অংশ হিসেবেই তাঁর এই রাজ্যসফর। সফরকালে তিনি রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেবেন।

আগরতলার অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলন্ত গাড়িতে ইট ছুঁড়ে হামলা !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। জাতীয় সড়কে চলন্ত গাড়িতে ইট ছুড়ে হামলার চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার রাতে ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের গর্জি ফাঁড়ি থানার কাছাকাছি বাজরাবাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এতে গাড়িটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে চালকের উপস্থিত বুদ্ধির কারণে।

জানা গেছে, বিলোনিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নারায়ণ সুর তাঁর স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য চেন্নাই নিয়ে গিয়েছিলেন। চিকিৎসা শেষে শুক্রবার রাতে আগরতলা বিমানবন্দর থেকে নিজস্ব গাড়িতে করে বিলোনিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন। তিনি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন। রাত প্রায় ৯টা নাগাদ গর্জি ফাঁড়ি থানার প্রায় ৫০০ মিটার দূরে বাজরাবাড়ি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল বধূর, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ মে ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম শহরে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫৪ বছর বয়সী এক গৃহবধূ। আজ সন্ধ্যায় শহরের পুরাতন অফিস টিলা এলাকায় বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন শুক্লা দেবী। পরে তাঁকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, মৃতা শুক্লা দেবী সাব্রুমের সুপরিচিত বিজ্ঞান শিক্ষক সুনীল দেবনাথের স্ত্রী। শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ পুরাতন অফিস টিলা এলাকার মৃদুল শীলের বাড়ির সামনে রাস্তা পারাপারের সময় টিআর-০৮- ১২৩৩ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার সময় বাসটির মূল চালক নয়, বরং সহকারী চালক গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। সংঘর্ষের ফলে শুক্লা দেবী গুরুতরভাবে আহত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে স্থানীয় যুবকরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

রাত আনুমানিক ৭টা ২৫ মিনিটে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক শ্রাবন্তী ভৌমিক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানা গেছে, মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলেও চিকিৎসক জানান।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি বাসের সহকারী চালক খোকন ত্রিপুরাকেও পুলিশ আটক করেছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরির ধাক্কায় খাদে পড়ে বোলেরো আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ মে ।। সিপাহীজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার বিকেলে একটি সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, একটি ১২ চাকার লরির ধাক্কায় গোবরবোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে উল্টে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় বোলেরো গাড়ির চালক ও সহ-চালক আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পর লরিটি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভবতী নাবালিকাকে উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন ও পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। ১০৯৮ চাইল্ড লাইনে প্রাপ্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পানিসাগর মহকুমার নয়দ্রোন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক গর্ভবতী নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন ও পুলিশ প্রশাসন।

তদন্তে জানা যায়, প্রায় দুই বছর আগে ওই এলাকার এক নাবালক ও নাবালিকার বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে ছেলেটির বয়স ১৯ বছর ৪ মাস এবং মেয়েটির বয়স ১৫ বছর ৬ মাস। এছাড়াও নাবালিকাটি বর্তমানে গর্ভবতী বলে জানা গেছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর মেয়েটির পরিবার তাকে ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের কাছে রাখার সম্মতি দেয়। একই সঙ্গে ছেলেটির পরিবারও প্রশাসনকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

পরবর্তীতে চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা এবং ছেলেটির পরিবারের সদস্যরা ধর্মনগরের আলগাপুর এলাকায় গিয়ে নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ দফা দাবিতে

৫ জুন জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের ডাক দিল আত্মসমর্পনকারী বৈরীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। আগামী ৫ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য আসাম - আগরতলা জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের ডাক দিলেন ত্রিপুরা গেরিলা প্রত্যাবর্তিত দাবি কমিটি। দাবি পূরণে অগ্রগতি না হওয়ায় তারা ফের আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে ২৩ কোটি টাকার পুনর্বাসন প্যাকেজ পুনরায় চালু করা এবং আত্মসমর্পণ করে মূল স্রোতে ফিরে আসা প্রাক্তন জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত এক প্রাক্তন জঙ্গি নেতা জানান, ১৯৯৮ সালের আগেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অস্ত্র সমর্পণ করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ২০০৭ সালের ২২ মে সরকার তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৫ কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদন করেছিল। সংগঠনের দাবি, ২০০৮ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক মাস বিদ্যুৎহীন ঈশান চন্দ্রপাড়া ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। দীর্ঘ এক মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে সামিল হন আমবাসা ব্লকের ঈশান চন্দ্র পাড়ার বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত পুনরুদ্ধারের দাবিতে এলাকাবাসীরা জগন্নাথপুর এলাকায় আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেন।

সকাল প্রায় ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই পথ অবরোধের জেরে আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এদিন আমবাসার সাপ্তাহিক হাটবার থাকায় অবরোধের ফলে হাটে যেতে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েন কৃষক ও জুমচাষিরা। অনেকেই তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে হাটে পৌঁছাতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর ফলে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গত এক মাস ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত থাকলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল না মেলায় বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এরপর সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

তীব্র গরমে বাড়ছে ডাবের চাহিদা
যোগান কম থাকায় দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে ।। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন। এই পরিস্থিতিতে তৃষ্ণা মেটাতে এবং শরীরকে সতেজ রাখতে মানুষের ভরসা হয়ে উঠেছে ডাবের জল। ফলে তেলিয়ামুড়া বাজারে ডাবের চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের বিভিন্ন ডাবের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে চাহিদা বাড়লেও সেই অনুপাতে সরবরাহ না থাকায় উদ্বেগে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তেলিয়ামুড়া ফল বাজারের প্রবীণ ডাব ব্যবসায়ী রাজু দাস জানান, গত ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, চলতি বছরে ডাবের ফলন তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় বাজারের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, "ক্রেতার সংখ্যা অনেক

বেড়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত ডাব সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।" বর্তমানে ডাবের আকার ও মান অনুযায়ী প্রতিটি ৩০ টাকা থেকে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বাজারে ডাবের পাশাপাশি তালের শাঁসও বিক্রি হচ্ছে। তবে ক্রেতাদের আগ্রহ ডাবের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে ১০ থেকে ৩০ টাকা দরে তালের শাঁস বিক্রি হলেও কাঙ্ক্ষিত চাহিদা তৈরি হয়নি। বিক্রেতাদের মতে, গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে অধিকাংশ মানুষ ডাবের জলকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া ও ধর্মনগর এলাকায় ডাব ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী গোপাল দেব জানান, বর্তমানে তিনি প্রতি ডাব ৫০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে বিক্রি করছেন। তাঁর কথায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৩১ মে, ২০২৬ ইং
১৬ জৈষ্ঠ্য, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

কর্নাটকে চাওয়া-পাওয়ার খেলা

কর্নাটকের রাজনীতিতে বরাবরই 'হাই-কমান্ড' বনাম 'আঞ্চলিক নেতৃত্ব'-এর রসায়ন এক চরম নাটকীয় মোড় নিয়া থাকে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং রাহুল গান্ধীর মধ্যকার বৈঠকটি সেই ধারাবাহিকতাকেই বজায় রাখিল। এই ঘটনাকে সোজা বাংলায় অনেকে 'চাওয়া-পাওয়ার খেলা' হিসাবেই দেখিতেছেন।আসলে পর্দার আড়ালে ঠিক কী ঘটিতেছে এবং সিদ্দারামাইয়ার এই 'দাবির তালিকা' দেওয়ার নেপথ্যে সমীকরণ রহিয়াছে।

মুডা জমি কেলেঙ্কারি বিতর্ক এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠিবার পর থেকেই সিদ্দারামাইয়ার ওপর মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়িবার জন্য এক ধরণের প্রচ্ছন্ন চাপ তৈরি হইতেছিল। বিশেষ করিয়া উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমারের অনুগামীরা মাঝেমধ্যেই 'নেতৃত্ব পরিবর্তনের' দাবি তুলিয়াছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সিদ্দারামাইয়া রাহুল গান্ধীর হাতে যে তালিকা তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা আসলে নিজের অবস্থান শক্ত করিবার এবং কুর্সি ধরিয়া রাখিবার একটি সুকৌশলী চাল বা দর কষাকষি বলিয়াই মনে করিতেছে রাজনৈতিক মহল।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিদ্দারামাইয়ার তালিকায় মূলত দুটি বিষয় প্রাধান্য পাইয়াছে। মন্ত্রিসভায় নিজের অনুগামীদের পুনর্বাসন। যদি কোনো কারণে মন্ত্রিসভায় রদবদল করিতেই হয়, তবে যেন তাঁহার অনুগত বিধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ দফতর দেওয়া হয়।তদন্তকারী সংস্থাগুলোর যেমন ইডি বা লোকায়ুক্ত চাপের মুখে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেন তাঁহার পাশে শক্ত হইয়া দাঁড়ায় এবং কর্ণাটকে এখনই মুখ্যমন্ত্রী বদলের মতো কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেয়।

রাহুল গান্ধীর ভূমিকা ও 'ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট'কংগ্রেস হাই-কমান্ডের জন্য কর্ণাটক হইলো এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ''ক্যাশ কাউউ'' বা আয়ের উৎস এবং দক্ষিণের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। তাই রাহুল গান্ধী কোনোভাবেই চাইবেন না ছত্তিশগড় বা রাজস্থানের মতো এখানেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দল ক্ষতিগ্রস্ত হোক।একদিকে সিদ্দারামাইয়ার অহিন্দা অনগ্রসর, দলিত ও সংখ্যালঘুৎভোটব্যাংকের ওপর অসীম নিয়ন্ত্রণ।অন্যদিকে ডি.কে. শিবকুমারের সাংগঠনিক দক্ষতা ও অর্থবল।রাহুল গান্ধী সিদ্দারামাইয়ার দাবি শুনিলেও, এখনই কুর্সি বদলের কোনো সবুজ সংকেত দেননি, আবার সিদ্দারামাইয়াকে সম্পূর্ণ হতাশও করেননি। তিনি মূলত একটি ''ব্যালেন্সিং অ্যাক্ট'' বা ভারসাম্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়িলেও একেবারে শূন্য হাতে গদি ছাড়িতে নারাজ সিদ্দারামাইয়া। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেও শুক্রবার রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চাওয়া-পাওয়ার তালিকা ধরাইলেন কর্নাটকের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। যে তালিকায় সিদ্দার অন্যতম প্রধান আর্জি, হবু মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের ক্যাবিনেটে বিশেষ জায়গা দিতে হইবে পুত্র যতীন্দ্র সিদ্দারামাইয়াকে।

শুক্রবার রাহুল ও খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সিদ্দারামাইয়া ও এমএলসি পদে নিয়োগের জন্য নামের তালিকা পেশ করেন। এর পাশাপাশি মন্ত্রিসভায় কাহাদের নিয়োগ করিতে হইবে সে তালিকাও দেওয়া হয় হাইকমান্ডকে। এছাড়াও, তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে দপ্তরগুলি শিবকুমারের হাতে ছিল সেগুলি যাহাতে সিদ্দাপুত্র যতীন্দ্রকে দেওয়া হয় সেই দাবিও রাখেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। এই তালিকায় রহিয়াছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অনগ্রসর জাতি কল্যাণ, শিল্প বা জলসম্পদ দপ্তর। এদিকে শিবকুমারের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করিলেও হাই কমান্ডের তরফে তাঁহাকে রাজ্যসভায় পাঠানোর পরিকল্পনা করা হইলেও সে প্রস্তাব খারিজ করিয়াছেন সিদ্দা। জানাইয়া দিয়াছেন, কর্নাটক রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকিতে চান তিনি। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়িলেও কর্নাটকে কংগ্রেসের রাশ নিজের হাতে রাখিতেই আগ্রহী সিদ্দারামাইয়া। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে বসেন সিদ্দা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিবকুমারও। ওই বৈঠকেই বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি, উত্তরসূরি হিসাবে শিবকুমারের নাম অনুমোদন করেন। বৈঠক শেষে সিদ্দার পা ছুঁইয়া প্রণাম করেন শিবকুমার। এরপরই লোকভবনে গিয়া ইস্তফাপত্র জমা দেন সিদ্দা। যদিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট। রাজ্যপালের সচিবের হাতে পদত্যাগপত্র তুলিয়া দেন সিদ্দা। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকে সিদ্দা জানান, ''''আমাকে রাজ্যসভার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল। আমি তা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কর্নাটকের রাজনীতিতেই থাকিতে চাই।''এদিকে আরও জানা যাইতেছে , কর্নাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব সিদ্দা মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী সতীশ জারকিহোলিকে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিল হাই কমান্ড। তবে তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন, এই বিষয়ে তিনি সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে কথা বলিয়া তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পাশাপাশি ছেলের জন্য যে দপ্তর সিদ্দা প্রস্তাব করিয়াছেন সেই জলসম্পদ, অনগ্রসর জাতি কল্যাণ দপ্তর এগুলি এতদিন সিদ্দা ঘনিষ্ঠ শিবরাজ সাঙ্গাপ্পার হাতে ছিল।এদিকে আরও জানা যাইতেছে , কর্নাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব সিদ্দা মন্ত্রিসভার পূর্তমন্ত্রী সতীশ জারকিহোলিকে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়াছিল হাই কমান্ড। তবে তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন, এই বিষয়ে তিনি সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে কথা বলিয়া তবেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী: শ্রদ্ধায়-স্মরণে

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা বিরাট হৃদয় ও সংবেদনশীল মন নিয়ে সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ভাদুড়ি মহাশয়, যিনি পরমহংস মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ নামেও পরিচিত, ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা'। উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণে-কোণে সনাতন ধর্মের সুমহান আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এর পর থেকেই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম প্রচারে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই কর্মযজ্ঞে তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ননীলাল।

ভাদুড়ি মহাশয় ননীলালকে তাঁর মানসপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা প্রদান করেন। ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা গ্রহণের পর ননীলাল ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন।

তিনি ভাদুড়ি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত পেট্রিয়টিক ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন করেন এবং পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রিপন কলেজে এফ.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি মাত্র তিন দিন Mackinnon Mackenjie অফিসে চাকরি করেছিলেন। তাঁর বিবাহের আয়োজন চলাকালীন তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে ভাদুড়ি মহাশয়ের নির্দেশনায় তাঁর প্রবর্তিত যোগ-ভক্তি মার্গের পথে সাধনজীবন গ্রহণ করেন।

তিনি এই সাধনজীবন পর্বে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন। দিনে মাত্র একবার স্বপাক আহার গ্রহণ করতেন। তিনি শুধু কঠোর নিরামিষভোজীই ছিলেন না, অগ্নির ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতেন। নিজের সাধন জীবন পর্বে তাঁর এই কৃচ্ছসাধন কার্যত ছিল ভাদুড়ি মহাশয়ের সাধন জীবনেরই অনুসরণ।

ভাদুড়ি মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে সনাতন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি অধিকাংশ সময় একা পদব্রজে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। শোনা যায়, এই সূত্রেই তিনি অনেক ভারতীয় ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তবে যেহেতু নিভৃতে এই কাজ পরিচালিত হতো তাই এর নির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায়, গয়া পাহাড়ে তিনি কঠোর তপস্যা করেন এবং সিদ্ধিলাভ করেন। সেই সূত্রে অনুমান করা যায় ওই অঞ্চলেও তিনি সনাতন ধর্ম প্রচারে সক্রিয় ছিলেন।

তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী লিখিত ''শ্রীগুরুচরণতলে'' গ্রন্থে। কিন্তু শোনা যায় জটিল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তে তিনি সহজ ও সাধারণ ভাষায় সনাতন ধর্ম প্রচার করতেন। জোর দিতেন নাম কীর্তনের ওপর। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সনাতন ধর্মের প্রতি প্রেম-ভক্তি জাগ্রত ও সুদৃঢ় করা।

মুঙ্গেরে ভাদুড়ি মহাশয়ের তপস্যাকালেও ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। সাধনার অন্তিম পর্যায়ে, যখন ভাদুড়ি মহাশয় কলকাতায় নিভৃত যোগসাধনায় নিমগ্ন হন, তখনও তিনি সদা সতর্ক থাকতেন যাতে ভাদুড়ি মহাশয়ের সাধনায় কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

পরমহংস যোগানন্দের রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'অটোবায়োগ্রাফি অব আ যোগী'-তে ভাদুড়ি মহাশয়ের নিভৃত যোগসাধনার সময় এক নিবেদিতপ্রাণ শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজেই অনুমেয় যে, সেই নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য আর কেউ নন ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীই।

২ নভেম্বর ১৯২৬- এ ভাদুড়ি মহাশয়ের মহাসমাধির পর ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী তাঁর গুরুর পরম পবিত্র দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কলকাতার নিমতলা ঘাটে সম্পন্ন করেন এবং ভাদুড়ি মহাশয়ের পবিত্র অস্থিভস্ম কলকাতার নগেন্দ্র মঠে নিয়ে এসে সেখানে গুরুব্রহ্মের আসন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সেই স্থানেই ভাদুড়ি মহাশয়ের সমাধিমন্দির নির্মিত হয়, যা আজও দেশ-বিদেশের ভক্তদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু।

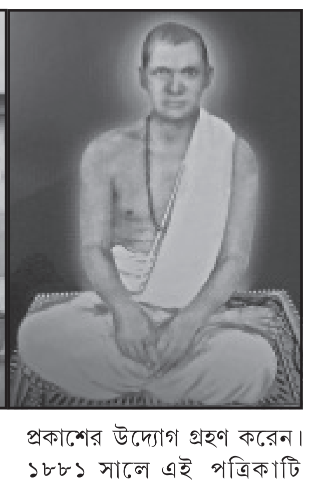

ভাদুড়ি মহাশয়ের মতো ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীও সনাতন ধর্ম প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, যদিও তিনি নিভৃতে থেকেই তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে পছন্দ করতেন। ১৯২৬ সালে ভাদুড়ি মহাশয়ের মহাসমাধির পর তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন হন এবং অন্তঃপ্রেরণায় ভাদুড়ি মহাশয়ের আদর্শ প্রচারে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি ভাদুড়ি মহাশয়ের উপদেশ, রচনা, ভাদুড়ি মহাশয়ের রচিত এবং সুরারোপিত পরমার্থ সংগীতগুলি 'সত্য প্রদীপ' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে এই পত্রিকাটি ভাদুড়ি মহাশয় নিজেই প্রকাশ করেছিলেন সনাতন ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে।

ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ভাদুড়ি মহাশয়ের আদর্শ ও উপদেশের ভিত্তিতে 'সচিত্র ব্রহ্মচর্য্য ও শরীর পালন' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালের ১৮ মে তৎকালীন 'বসুমতী' পত্রিকায় এই গ্রন্থটির প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতার নগেন্দ্র মঠের প্রথম মহন্ত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই স্থানটিই ছিল ভাদুড়ি মহাশয়ের শেষ সাধনক্ষেত্র এবং ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীরও সাধনক্ষেত্র।

ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ১৯৫৭ সালের ৩০ মে ফলহারিণী কালীপুজোর পরের দিন মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন। ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর ত্যাগী ব্রহ্মচারী শিষ্য ভক্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী কলকাতার নিমতলাতে ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর অন্ত্যেষ্টি সমাপন করেন এবং তাঁর পবিত্র চিতাভস্ম নগেন্দ্র মঠে নিয়ে এসে গুরুব্রহ্মের আসন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালে সেই গুরুব্রহ্মের আসনের ওপর ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠা পর্বটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ড. রবীন্দ্রনাথ করের বক্তব্যে।

আজও ভাদুড়ি মহাশয়ের মানসপুত্র ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর এই সমাধিমন্দির দর্শনে কলকাতার রামমোহন রায় রোডের নগেন্দ্র মঠে আসেন দেশ-বিদেশের ভক্তরা।

(লেখকের মায়ের পিতামহ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্যানপ্রকাশ ব্রহ্মচারীর ভ্রাতা।)

গুরুদেবের ভাবনায় জীবন ও মৃত্যু

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জীবন ও ''মৃত্যু'' একে অপরের পরিপূরক গুরুদেব বলতেন মৃতু ভয়ের বিষয় নয় বরং জীবন রথের সারথি, ''অমৃতের আস্বাদ'' যা পুরো জীবনটাতেই পূর্ণতা দেয়। গুরুদেব তার দর্শন ভাবনায় মৃত্যুকে ''শ্যাম সমান'' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তার চিন্তা দর্শনে মৃতু হলো পুরনো ছেড়ে নতুনের পথে পা, বাড়ানো ও বিচ্ছেদ পেরিয়ে শান্তির সন্ধানে যাত্রা। তিনি মৃত্যুকে পরম বন্ধু'' মনে করতেন।

গুরুদেবের ভাবনায় জীবন ও মৃত্যু একই সূত্রে গাঁথা। তিনি বলতেন 'আছে জন্মা, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবু শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'-রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের শেষ নয় বরং এক নতুন গুরুরূপে দেখেছেন। এবং এই বিশ্বাসেই তিনি জীবন ও মৃত্যুকে দেখেছেন দিন রাত্রীর মতোই অবিচ্ছেদ্য। ''ভানু সিং ঠাকুরের পদাবলীর'' ''মরন'' কবিতায় মৃত্যুকে ''শ্যাম সমান (কৃষ্ণ সমতুল্য) বলে আহব্বান নিচ্ছেন।

''গীতাঞ্জলীতে'' মৃত্যুকে ''তব আহ্বান'' হিসেবে দেখেছেন। গুরুদেব বলেছেন- ''দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার/ নামিয়া লইব তারে''। গুরুদেব খুব ছোটবেলায় তার মাকে হারিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা (স্ত্রী, সন্তান) তার মৃত্যু ভাবনাকে গভীর দার্শনিক করে তুলেছে, যেখানে মৃত্যু হয়ে উঠেছে এক পরম আশ্রয়। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে জীবন হলো আজানারে জানা। আর মৃত্যু সেই অজানা, অচেনার সাথে ''পরম মিলন''।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত ধারন-লালন করতে হয়েছে। নিজের মায়ের মৃত্যুকে ছোট বেলায় ও সন্তান ও স্ত্রীর অকাল মৃত্যু। মৃত্যুর মতো বেদনা বহু ঘটনা যেখানে সমগ্র মানব সত্তাকে ওলট পালট করে দিতে সক্ষম, সেখানে গুরদেব একান্ত স্বজনে হারিয়েও নিজেকে স্থীর রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু চিন্তায় নান্দনিকতার সফল উপস্থিতি আছে বহু লেখাতে। বহু কাব্য সাহিত্যে ও মৃত্যু দর্শনে নানা অনুষঙ্গের বিকশিত সমন্বিত হওয়া থেকে উপলব্ধ হয়, তারও অন্তঃস্থলেও প্রচুর ভাংচুর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের জন্মদিনের আড়ম্বর নিয়ে লেখেন- 'আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা হয়েছে, সেখানে স্থান নিতে মোর মন যায় না। আজ প্রয়োজন স্তব্দতায় শান্তিতে'। গুরুদেব বলেছেন 'মৃত্যু অজ্ঞাত মোর -আজি তার তরে'। ক্ষনে ক্ষনে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ভরে। এতো ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়, মৃত্যুরে আমি ভালোবাসিকে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু নিয়ে অনেক ভেবেছেন অল্পবয়স থেকেই কাতর হৃদয়ে মায়ের মৃত্যু, সেই আর্তনাদ, দুঃখ স্বর, প্রশ্নরূপে ফুটে উঠেছে বালক বয়স থেকেই। মৃত্যুর ব্যাথা দেখে অনুভবে তাকে যেন অশ্রদ্ধা না করি। মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতর হওয়া উচিত নয় বলে তিনি গোটা দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের অধিকাংশ কবিতা ও গানে পরমাত্মায় নিবিষ্ট হওয়ার গভীর অকুতি প্রতিভাত।

তিনি লিখেছেন ''জীবন যখন শুকায়ে যায় করুনা ধারায় এসো, জীবনকে সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো''। জীবনকে আটকে রাখা যাবে না -এটাই পরম সত্য এবং এই সত্য উপলব্ধিকে বারবার রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় এনেছেন। হয়ে উঠেছেন কালক্রমে নান্দনিক এক জীবন দর্শনধারী।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের অপর নাম অ্যাখা দিয়েছেন। তার বিভিন্ন জিজ্ঞাসার আলোকে তা স্পষ্ট। মৃত্যুকে তিনি অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে পরমাত্মীয়ের মতো নতুন নতুন জীবন পথের অনুসন্ধান দাতা হিসেবে উপলব্ধি করিয়াছেন সবাইকে। কখনও আবার মহাকালের মহামিলন দূত হিসেবে মৃত্যুকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ও পৃথক দর্শন ভাবনায় একান্ত অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে এই মৃত্যু। জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্দীর নিরবিচ্ছিন্ন উৎসারন থেকে তার মৃত্যুচিন্তার নান্দনিকতা স্পষ্ট। গুরুদেবের ভাবনায় জীবন প্রবাহ যেন মৃত্যুহীন। তার চিন্তায় ও তাত্ত্বিক দর্শন ভাবনায় পরম সত্য ''মৃত্যু'' অমৃতের জ্ঞাত রস সুধার ন্যায় অমৃততত্ত্ব লাভের সমান সুগভীর স্বাদযুক্ত। আনন্দময় অভিব্যক্তি যাহা অনাদিকাল ধরে নানারূপে ও মনে বিকশিত একটি প্রবাহ মাত্র আর তাই জীবন প্রবাহ মৃত্যুহীন। মৃত্যু ভাবনার ভেতর থেকেও মৃত্যুর নান্দনিক দিকটির উন্মোচন ঘটিয়েছেন তিনি। প্রীয় বৌদি কাদম্বরী দেবীর অকালমৃত্যু পরে স্ত্রীর মৃত্যু ও একে একে প্রীয়জনদের মৃত্যুর নীরব সাক্ষী ও মৃত্যু শোক রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক হয়েছিল বলেই জীবন স্মৃতিতে মৃত্যুশোক পর্যায়ে অকপটে লেখেন জগৎকে সম্পূর্ন করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্ব প্রয়োজন, মৃত্যু দুরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত দাড়াইয়া মরনের বৃহৎ পটভূমিকায় ওপর সংসারের ছবি দেখিলাম, যাহা মনোহর। মরনের সহস্রধারায় ধৌত হয়েই জীবনের সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্নতা থেকে মুক্তি ঘটে। হৃদয়ানন্দ রস মৃত্যুর বিচ্ছেদ বেদনা থেকে উৎসারিত হয়ে শাশ্বত অমৃত পরশলাভ উপভোগ করে মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু দর্শনে ও একটি বোধ, আর তা হলো মৃত্যু তার শোক ও দুঃখের মাধ্যমে জীবনের সত্যের মুক্তির ও শক্তির ত্রয়ী রঙ্কই ফুটিয়ে তোলে। গুরুদেবের ভাবনায় সুখের মতো দুঃখকেও স্বাগত জানাও, স্বাগত জানাও জীবনের মতো মৃত্যকেও। এই চেতন প্রক্রিয়া মৃত্যুর মাঝেও নান্দনিক অনুভবেরই ইঙ্গিতবাহী। তাই গুরুদেবের ''জীবন দর্শন'' এর মতো তার ''মৃত্যুদর্শন'' ও গুরুত্বপূর্ন। গুরুদেব বলেছেন 'ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্য্যোদয়কে সজ্ঞানে অভিবাদন করি এবং প্রতিটি সূর্য্যাস্তকে মিত্র বন্ধুর মতো বিদায় দেই''।

গুরুদেবের চেতনায়, ভাবনায়, মৃত্যু কখনও প্রনয়ী, বাউল, কখনও বলিদান বধুর বর বেশে বহুরূপে, অন্ধকারে ধ্যান মগ্ন অবগুণ্ঠন আবরণে ঢাকা, রুদ্র সাজে, জীবন রথের সারথীর ন্যায় মোহন রূপে পরশমনি হয়ে ধরা দিয়েছে তার মনে এবং ঐ প্রাদাস্বেদন করেই তিনি সেই পরম উপলব্ধীর অমিয়ধারা ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অসংখ্য কবিতা, গান ও সাহিত্যের নানা শাখায়। ''মৃত্যু'' বিনাশ স্বাদ নয় কোনভাবেই, তাহলে জীবন জীবনান্তরে এই যে বিশাল চলার পথ এবং সহস্র স্মৃতির আনাগোনা সেটা কোন ভাবে সম্ভব এই প্রশ্ন আসে মনে। গুরুদেব বলেছেন বিনাশ সাধন নয়, নিরন্তর চলার জন্যই মৃত্যুর স্পর্শ লাভ। দেহের খোঁলস বারে রঙ বদলায়। এমন বদলেই সম্ভব হয়, নানারূপ পরিগ্রহ ও ভেতরের বিবিধ বৈচিত্রের আজাদন। যার সার্থক উপস্থিতি মানুষের ভালোবাসায় অপরাজেয় শক্তি জোগায় এই ''মৃত্যু''।

তিনি বলেছেন ''এই বিশ্বের ভালো বাসিয়াছি, এ ভালোবাসাই সত্য এ জন্মের দান। বিদায় নেবার কালে। এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার''।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনায় ও ভাবনায় জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় পেতে হবে, স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হয়ে। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার প্রকৃত শ্রদ্ধা বোধ নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। যে মানুষটি নিজে এগিয়ে নিয়ে মৃত্যুকে আটকাতে ছুটেছে, সে দেখতে পায় যাকে সে ধরেছে সে আসলে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত জীবন অনুসন্ধানের দিকেই সকলের দৃষ্টিপাত করিয়েছেন। আর তাই জীবন মৃত্যুর এই নিঃশব্দ মিলন খেলায় গুরুদেবের কাছে নবজীবন, আর নবযৌবন লাভের নান্দনিক চেতাবলী নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন বিভীষীকা নয়, বরং নতুন জন্মের দুয়ার এবং অসীমের সাথে সসীম জীবনের মেল বন্ধন। মৃত্যুকে তিনি নিপুন শিল্পী বা পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা জীবনের সকল ক্লান্তি ও দুঃখ মুছে দেয়। তার মৃত্যু চেতনায়, বিষন্নতা নয়, কেবল মাত্র অনন্তপ্রেম ও মিলনের সুরই বেশী প্রধান।

'বিশ্ববন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর ২০২৫'-এর পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ মে : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো 'বিশ্ববন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর ২০২৫'-এর বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারী প্রতিযোগীদের হাতে ট্রফি, মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ক্রীড়া সংগঠকরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা বলেন, খেলাধুলা শুধু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়, বরং শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। বর্তমান প্রজন্মকে মাদক ও বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনধারার দিকে এগিয়ে নিতে ক্রীড়াচর্চার বিকল্প নেই বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানিয়ে অতিথিরা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের উৎসাহিত করেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী, অভিভাবক, ক্রীড়াপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞানের চিরকালীন শিক্ষা

প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি বছরের ইতিহাস মহাবিশ্বের। মহাজাগতিক সেই মহাকাব্যে মানুষের পথচলা অল্প দিনের। সেই স্বল্প পথচলার ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান, এগোচ্ছে সভ্যতা। এত দিনের বিজ্ঞানচর্চায় মানুষের অর্জিত জ্ঞানের মূলকথাটি কী ? আসিফ

পৃথিবীতে আর কোনো প্রজাতি নেই, যারা বিজ্ঞানচর্চা করে। এটা এক সামগ্রিক মানবীয় উদ্ভাবন, কালের আবর্তে গড়ে ওঠা সেরিব্রাল কর্টেক্সের কারণে এর উদ্ভব ঘটেছে। এটা কাজ করে, তবে একদম নিখুঁত নয়। ভুলভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। আসলে এটা শুধু একটি হাতিয়ার। তবে আমাদের হাতে থাকা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানই সবচেয়ে ভালো, স্বসংশোধনপ্রবণ, চলমান, সবকিছুতে প্রয়োগযোগ্য। এর আছে দুটি নিয়ম। এক. পবিত্র সত্য বলে কিছু নেই; সব অনুমান বা স্বতঃসিদ্ধকে অবশ্যই সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হতে হবে। নির্ভরযোগ্য পাণ্ডিত্যের বা কর্তৃপক্ষের মতামত এখানে মূল্যহীন। আর দুই. প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ যেকোনো কিছুই বাতিল বলে গণ্য হবে, অথবা সংশোধন করা হবে। অতএব এটি স্বসংশোধনযোগ্য বৃদ্ধিবৃত্তি, শুধু থাকতে হবে সহনশীলতা ও নমনীয়তা। মহাবিশ্ব যেমন, তেমন করেই আমরা মহাবিশ্বকে বুঝব। কোনভাবে কেমন হওয়া উচিত, তার সঙ্গে এটা কতটা সাদৃশ্যপূর্ণএই ভেবে আমরা বিভ্রান্ত হব না। কোনো জাতি, ঐতিহ্য, দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা জ্ঞানের পক্ষে আমাদের টিকে থাকার জন্য সম্ভাবনাময় সবকিছুর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক সামাজিক ব্যবস্থা অবশ্য বর্তমানে বিরাজমান অন্য কোনো কোনোটির চেয়ে অধিকতর ভালো। বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সেগুলো খুঁজে বের করা ও সমন্বয় করাই আমাদের কাজ। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ যেকোনো কিছুই বাতিল বলে গণ্য হবে, অথবা সংশোধন করা হবে। অতএব এটি স্বসংশোধনযোগ্য বৃদ্ধিবৃত্তি, শুধু থাকতে হবে সহনশীলতা ও নমনীয়তা। ইতিহাসে শুধু একবারই অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার সম্ভাবনাময় উষা দেখা দিয়েছিল। আয়নীয় জাগরণের উত্তরাধিকারী হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে অবস্থান নিয়েছিলেন দুই হাজার বছর আগের প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল ও চিকিতাবিজ্ঞান সম্পর্কে পদ্ধতিগত অধ্যয়নের ভিত্তি। ওই গৌরবময় গ্রন্থাগারের একটি স্ক্রলও (পাণ্ডুলিপি) আর অবশিষ্ট নেই। জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে কালের ঝাপটায়। যদিও আমরা এখনো ওই ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে। অতীত থেকে আসা লাখ লাখ সুতার বুননে তৈরি হয়ে চলেছে আধুনিক বিশ্বের রশি ও শিকলের মালা।

গত ৪০ হাজার প্রজন্মের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অর্জনগুলো, অতিক্ষুদ্র অংশ ছাড়া তাদের বেশির ভাগের কথাই আমরা জানি না। অথবা বিস্মৃত হয়েছে সেগুলো। আমরা প্রত্যেকে কখনো কখনো হাতড়ে মরি বা বিভ্রান্তিতে পড়ি ওসব বড় সভ্যতা নিয়ে। যেমন এবলার প্রাচীন সমাজ। এটি উন্নতি লাভ করেছিল মাত্র স্বল্প কয়েক হাজার বছর আগে। এ সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে বুঝুন, আমরা নিজেদের অতীত সম্পর্কে কতই-না অজ্ঞ !কার্ল সাগান তাঁর কসমস গ্রন্থে বলেছেনআমরা একান্তভাবে মনোযোগ দিয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের কয়েক জনের প্রতি, যাঁদের নাম হারিয়ে যায়নি: ইরাটোস্থেনিস, ডেমোক্রিটাস, অ্যারিস্টারকাস, হাইপেশিয়া, লিওনার্ডো, কেপলার, নিউটন, হাইগেনস, শাপোলিয়, হুমাসন, গডার্ড, আইনস্টাইনসবাই প্রায় পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে আসা। কেননা, আমাদের গ্রহে সদ্য উদ্ভবরত বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা হলো মূলত পশ্চিমা সভ্যতা; কিন্তু প্রতিটি সংস্কৃতিচীন, ভারত, পশ্চিম আফ্রিকা, মেসোআমেরিকাআমাদের বিশ্ব সংস্কৃতিতে তাদের বিশাল অবদান রয়েছে। তাদেরও ছিল প্রথম দিকের বীজ বপনকারী বা প্রভাববিস্তারী চিন্তাবিদেরা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক অগ্রগতি আমাদের গ্রহকে প্রচণ্ড গতিতে একটি একক বিশ্ব সমাজের মধ্য দিয়ে একীভূত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। যদি সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকে ধ্বংস না করে বা আমাদের ধ্বংস ছাড়া পৃথিবীর একীভূতকরণ সম্পন্ন করতে পারি, তাহলে আমরা অসাধারণ একটি কাজ সম্পন্নে সমর্থ হব।

গত ৪০ হাজার প্রজন্মের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অর্জনগুলো, অতিক্ষুদ্র অংশ ছাড়া তাদের বেশির ভাগের কথাই আমরা জানি না। অথবা বিস্মৃত হয়েছে সেগুলো। মহাবিস্ফোরণ থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে খণ্ড খণ্ড গবেষণা দিয়ে যে মহাজাগতিক বর্ণনা দিতে আমরা সমর্থ হয়েছি, তাকেই যথার্থভাবে মহাকাব্যিক পুরাণ বলে অভিহিত করতে পারি। মহাজাগতিক বিবর্তনের যেকোনো বিবরণই এটা স্পষ্ট করে দেয় যে পৃথিবীর সব প্রাণী গ্যালাকটিক হাইড্রোজেনের শিল্পকারখানায় সর্বশেষ উৎপাদিত। মহাবিশ্বের অন্য জায়গায়ও একই সমতায় অন্য রকম পদার্থের বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে থাকতে পারে। তাই আকাশ থেকে আসা কোনো গুঞ্জন শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে আমরা কান পেতে রই। আমরা এমন একটি ধারণা বা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছি যে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ আমাদের থেকে সামান্য আলাদা হলে, কোনোভাবে তারা অদ্ভুত বা অভিনব হলে বা সংখ্যায় স্বল্প হলে আমরা প্রায় সবাই তার দিকে অবিশ্বাস বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাই। অথচ পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়, আমরা দুর্লভ ও সমপরিমাণ বিপন্ন এক প্রজাতি।

মহাজাগতিক বিবর্তনের যেকোনো বিবরণই এটা স্পষ্ট করে দেয় যে পৃথিবীর সব প্রাণী গ্যালাকটিক হাইড্রোজেনের শিল্পকারখানায় সর্বশেষ উৎপাদিত

মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাবলে, আমরা প্রত্যেকেই মূল্যবান। যদি কোনো মানুষ আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে, তবে তাকে তার মতো থাকতে দিন। মনে রাখবেন, লাখো কোটি গ্যালাক্সিতেও আপনি এ রকম আরেকজনকে খুঁজে পাবেন না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিশ্ব তামাক দিবসে সচেতনতা অভিযান কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

ওয়াশিংটনে ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতা নিয়ে স্থায়ী জাদুঘর গড়ার উদ্যোগ, এগিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংগঠন

ওয়াশিংটন, ৩০ মে (আইএএনএস): প্রায় আট বছরের গবেষণা ও পরিকল্পনার পর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে তুলে ধরতে একটি স্থায়ী জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের একটি সংগঠন। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের নাম ইন্ডিয়া হেরিটেজ সেন্টার।

এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতীয়-মার্কিন শিক্ষাবিদ ও সমাজনেতা অমিতাভ শর্মা। তাঁর দাবি, এটি বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের ১১ হাজার বছরেরও বেশি পুরনো সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম নিবেদিতপ্রাণ জাদুঘর হবে।

শর্মা আইএএনএস-কে বলেন, “ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতাকে কখনও তার প্রাপ্য মর্যাদায় বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়নি। আজকের সময়ে বিশ্বের কাছে আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অবদানের প্রকৃত কাহিনি তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

আটলান্টাভিত্তিক শর্মার মতে, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সভ্যতার ইতিহাস বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই কারণেই একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশ্বের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত জাদুঘরটি প্রায় ২০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত হবে। সেখানে ১০টি পৃথক গ্যালারি, ৩৫০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, গ্রন্থাগার, অভ্যর্থনা কেন্দ্র এবং উপহার সামগ্রীর দোকান থাকবে। আয়োজকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রদর্শনী, আধুনিক অডিও-ভিডিও প্রযুক্তি, মুরাল ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

শর্মা জানান, জাদুঘরের গ্যালারিগুলিতে খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০০ সাল থেকে শুরু করে ভারতের সভ্যতার বিকাশ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্য, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক অর্জন, প্রতিকূল সময়ের মোকাবিলা এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের উত্থানের কাহিনি তুলে ধরা হবে। প্রস্তাবিত প্রদর্শনীগুলির মধ্যে থাকবে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা, বৈদিক ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, যোগ ও আয়ুর্বেদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিভিন্ন অধ্যায়।

শর্মার মতে, এই জাদুঘর শুধু ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য নয়, বরং মার্কিন নাগরিক এবং অন্যান্য জাতিগত সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছেও ভারতের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে পরিচিত করে তুলবে।

তিনি বলেন, “আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনেকেই প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে খুব কম জানে। তাই আমরা শুধু ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বহুজাতিক সমাজের কাছেও ভারতের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে চাই।”

জাদুঘরে ভারতের সহাবস্থান ও বহুত্ববাদের ঐতিহ্যের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

শর্মা বলেন, “আমরা বিশ্বকে জানাতে চাই যে ভারত বরাবরই নিপীড়িত সম্প্রদায়গুলিকে আশ্রয় দিয়েছে। এটি এমন এক সভ্যতা, যা শান্তি ও সহাবস্থানকে সর্বদা মূল্য দিয়েছে।”

জাদুঘরের জন্য ওয়াশিংটন ডিসিকেই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিপুল সংখ্যক পর্যটক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কারণে এই শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই উপযুক্ত জমি বা স্থান চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে একটি সক্রিয় প্রচারাভিযানও চলছে।

প্রকল্পের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে বিপুল পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে জাদুঘরের উপস্থাপিত তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে। একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে নিবন্ধিত ইন্ডিয়া হেরিটেজ সেন্টার-এর মোট প্রকল্প ব্যয় ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলারের মধ্যে হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তহবিল সংগ্রহের জন্য ধনী ব্যক্তিদের অনুদান, কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা, অনুদান প্রকল্প, ক্রাউডফান্ডিং এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করা হবে।

শর্মা বলেন, “এটি কোনও এক ব্যক্তির প্রকল্প নয়, এটি সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রকল্প।”

তিনি জানান, সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই প্রশ্ন করছেন, “এতদিন আগে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি কেন?”

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রভাবশালী অভিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা, প্রযুক্তি, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি রয়েছে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে ভারতের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার উদ্যোগও সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়ছে।

যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তবে ওয়াশিংটনের সমৃদ্ধ জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ভারতের প্রাচীন ও ধারাবাহিক সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্থায়ী কেন্দ্র যুক্ত হবে।

নির্বাচনী পরাজয়ের পর্যালোচনা রিপোর্ট জমার সময়সীমা বাড়াল ডিএমকে, নতুন ডেডলাইন ১০ জুন

চেন্নাই, ৩০ মে (আইএএনএস): সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে হতাশাজনক ফলাফলের কারণ খতিয়ে দেখতে গঠিত পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম (ডিএমকে)। দলীয় নেতৃত্ব কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে রিপোর্ট জমার নির্ধারিত সময়সীমা ৫ জুন থেকে বাড়িয়ে ১০ জুন পর্যন্ত করেছে।

ডিএমকে সদর দফতরের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে দলীয় কর্মী, প্রার্থী এবং সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের কাছ থেকে আরও মতামত সংগ্রহের জন্য কমিটি অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল। সেই অনুরোধ মেনে দলীয় নেতৃত্ব রিপোর্ট জমার জন্য আরও পাঁচ দিনের সময় দিয়েছে।

দলের সভাপতি এম. কে. স্ট্যালিন নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ধাক্কার পরই ৩৮ সদস্যের এই পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটির দায়িত্ব ছিল নির্বাচনী পরাজয়ের কারণগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

দলীয় সূত্রের খবর, কমিটির সদস্যরা ইতিমধ্যেই তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক সফর করেছেন। জেলা স্তরের নেতা, বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠক, তৃণমূল কর্মী এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় সমস্যা, নির্বাচনী প্রচারের সীমাবদ্ধতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ভোটারদের মনোভাব সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা, যা নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ডিএমকে একটি বিশেষ অনলাইন পোর্টালও চালু করেছে। সেখানে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষ নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত ও পরামর্শ জমা দিতে পারছেন।

দলীয় কর্মকর্তাদের দাবি, পোর্টালটি ব্যাপক সাড়া পেয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রতিক্রিয়া জমা পড়েছে। এসব মতামতের মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী কৌশল, প্রার্থী নির্বাচন, কেন্দ্রভিত্তিক সমস্যা, জোট পরিচালনা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়।

কমিটি মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের পাশাপাশি এই অনলাইন প্রতিক্রিয়াগুলিও বিশ্লেষণ করবে। এরপর একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করে তা দলীয় নেতৃত্বের হাতে তুলে দেবে। ডিএমকে নেতৃত্বের মতে, এই পর্যালোচনা প্রক্রিয়া দলের পুনর্গঠন এবং নির্বাচনী পরাজয়ের পর কর্মী-সমর্থকদের উদ্বেগ দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং রাজ্যে রাজনৈতিক গতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই রিপোর্টে সাংগঠনিক সংস্কার ও রাজনৈতিক কৌশলের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রবীণ হংকং সাংবাদিকের কারাদণ্ডের নিন্দা, ‘বিপজ্জনক নজির’ বলে সতর্ক করল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষাকারী সংগঠন

প্যারিস, ৩০ মে (আইএএনএস): হংকংয়ের প্রবীণ সাংবাদিক এবং হংকং সাংবাদিক সমিতি-এর প্রাক্তন সভাপতি রনসন চ্যান-এর কারাদণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষাকারী সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস। সংগঠনটির দাবি, ‘পুলিশি কাজে বাধা দেওয়া’র অভিযোগে এই দণ্ডাদেশ একটি “বিপজ্জনক নজির” তৈরি করেছে এবং হংকংয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরও দুর্বল করেছে।

আরএসএফ জানিয়েছে, শুক্রবার রনসন চ্যান তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে করা আপিল মামলায় পরাজিত হন। এরপর আদালত তাঁকে পাঁচ দিনের কারাদণ্ড দেয়, যা অবিলম্বে কার্যকর করা হয়।

সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হংকংয়ের মং কক এলাকার একটি আবাসন প্রকল্পের মালিকদের বৈঠক কভার করার সময় চ্যানকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় তিনি স্বাধীন সংবাদমাধ্যম চ্যানেল সি-এর হয়ে রিপোর্টিং করছিলেন।

অভিযোগ, সাদা পোশাকের এক পুলিশকর্মী তাঁর সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে চ্যান তার পরিচয় জানতে চান এবং প্রশ্ন তোলেন। এরপর পুলিশ দাবি করে যে তিনি “সন্দেহজনক আচরণ” করছিলেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

আরএসএফ-এর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার আলেকসান্দ্রা বিয়েলাকোভস্কা বলেন, “হংকংয়ের স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্যতম মুখ রনসন চ্যানকে সাজানো অভিযোগে কারাবন্দি করা দেখিয়ে দিল, স্বাধীন সংবাদমাধ্যমকে স্তব্ধ করতে কর্তৃপক্ষ কতদূর যেতে প্রস্তুত। এই রায় একটি বিপজ্জনক নজির তৈরি করেছে, যা কার্যত পুলিশকে আরও বেশি ক্ষমতা দিচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরও দুর্বল করছে।”

আরএসএফ জানিয়েছে, রনসন চ্যান একসময় হংকংভিত্তিক অলাভজনক চীনা ভাষার সংবাদমাধ্যম স্ট্যান্ড নিউজ-এর ডেপুটি অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর ছিলেন। সংবাদমাধ্যমটি একসময় হংকংয়ের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী স্বাধীন সংবাদমাধ্যম হিসেবে পরিচিত ছিল, যার আগে ছিল প্রতিদিন আপেল।

২০২১ সালে পুলিশের অভিযানের পর স্ট্যান্ড নিউজ বন্ধ হয়ে যায়। ওই অভিযানে সংস্থার ছয়জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে এর সম্পাদক-প্রধান চুং পুই-কুয়েন এবং প্যাট্রিক ল্যাম-কে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হংকং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, যা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের স্বার্থে কাজ করে, গত এক দশকে সরকার ও বেইজিংপন্থী গোষ্ঠীগুলির একাধিক আক্রমণের মুখে পড়েছে।

আরএসএফ-এর দাবি, হংকংয়ে এখনও স্বাধীনভাবে কাজ করা হাতে গোনা কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে এই সংগঠনটি অন্যতম। তবে তাদের ওপর কর নিরীক্ষা, নজরদারি এবং ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের মতো নানা ধরনের চাপ অব্যাহত রয়েছে।

হংকংয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্রমাবনতির প্রসঙ্গ তুলে আরএসএফ জানিয়েছে, ২০২০ সাল থেকে অন্তত ২৮ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে নয়জন আটক রয়েছেন।

সংস্থার প্রকাশিত ২০২৬ সালের বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা সূচক অনুযায়ী, হংকং ২০০২ সালে ১৮তম স্থানে থাকলেও বর্তমানে ১৪০তম স্থানে নেমে এসেছে। অন্যদিকে চীন ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭৮তম স্থানে রয়েছে।

ইরান চুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত ট্রাম্পের, সিচুয়েশন রুম বৈঠকের পরও চূড়ান্ত ঘোষণা নয়

ওয়াশিংটন, ৩০ মে (আইএএনএস): ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য একটি চুক্তি নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার সিচুয়েশন রুম বৈঠক শেষে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৈঠকের পরেও হোয়াইট হাউস থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি বলে বিভিন্ন মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

বৈঠকের আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি দীর্ঘায়িত করা, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া এবং তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার পথ সুগম করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত একটি চুক্তি সম্পর্কে তিনি “চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত” নেবেন।

তবে বৈঠক শেষে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা শুধু জানান যে আলোচনা প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি প্রশাসনের পুরনো অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, ইরানকে কখনওই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে দেওয়া হবে না।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারকে বর্তমান যুদ্ধবিরতি আরও ৬০ দিন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটন ও তেহরান একটি বৃহত্তর চুক্তির খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা চালাবে, যার মধ্যে ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদের ভবিষ্যৎও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বৈঠকের আগে ট্রাম্প কয়েকটি শর্তও তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া, জলপথ থেকে মাইন অপসারণ, কখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার অঙ্গীকার এবং উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রকে অপসারণ বা ধ্বংস করার অনুমতি দেওয়া।

অন্যদিকে, ইরান স্পষ্ট করেছে যে আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দেশটির বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানান, তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও এখনও কোনও সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত হয়নি।

খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রস্তাবের একাধিক শর্ত নিয়ে ইরানের আপত্তি রয়েছে। পাশাপাশি তেহরানের কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ বিরোধিতাও চুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে রয়েছে।

তবুও দুই পক্ষের কর্মকর্তাদের বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে আলোচনা এখনও চলমান। ইরান তাদের জব্দ হয়ে থাকা সম্পদ মুক্ত করা এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার দাবি তুলেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক কার্যকলাপ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের সমাধান চায়।

প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা মনে করছেন, দুই দেশ চুক্তির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। তবে ইরানের জব্দকৃত অর্থ মুক্ত করার মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হরমুজ প্রণালী। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই কৌশলগত জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়, যা পারস্য উপসাগরকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করে।

এদিকে, ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর নৌ শাখা দাবি করেছে যে শুক্রবার তারা হরমুজ প্রণালীর কাছে চারটি জাহাজকে সতর্কবার্তা হিসেবে গুলি ছুড়েছে। তাদের অভিযোগ, জাহাজগুলি পূর্বানুমতি ছাড়াই জলপথ অতিক্রমের চেষ্টা করছিল।

পরিস্থিতির অর্থনৈতিক গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠী এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ কর্তারা সতর্ক করেছেন, হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘমেয়াদি বিঘ্ন ঘটলে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বড় ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিতে আর্থিক বাজারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তেলের দাম কমেছে এবং মার্কিন শেয়ারবাজারে ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে। বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন, আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক নৌপরিবহন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এছাড়া মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, তেহরানের ওপর চাপ বাড়ানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১০০ কোটি ডলারের ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ জব্দ করেছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরান-কে ঘিরে কয়েক মাস ধরে চলা সংঘাতের পর এই আলোচনা শুরু হয়েছে। ওই সংঘাত বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ানোর পাশাপাশি বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল।

জেলা হাসপাতালের কাজকর্মে লাইভ নজরদারি করবে রাজ্য সরকার, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৩০ মে (আইএএনএস): রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দীর্ঘদিনের একাধিক সমস্যার সমাধানে জেলা হাসপাতালগুলির কাজকর্মে ‘লাইভ মনিটরিং’ চালু করার ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিধাননগরে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধী টিকাকরণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসকদের ডিউটির সময় অনুপস্থিতি, অযথা রোগীদের কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা এবং হাসপাতাল চত্বরে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য এই তিনটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার মোকাবিলায় এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, “জেলা হাসপাতালগুলির কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্য ২৪ ঘণ্টার একটি কন্টোল রুম থাকবে। হাসপাতালগুলিতে যাতে কোনও দালালচক্র সক্রিয় না থাকে এবং কোনও রোগীকে অযথা রেফার না করা হয়, তা নিশ্চিত করতে পেশাদার কর্মী নিয়োগ করা হবে। এ বিষয়ে সরকারের শূন্য-সহনশীলতা নীতি থাকবে।”

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রোগী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নির্দিষ্ট কন্টোল রুমের নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

এই নজরদারি ব্যবস্থা মূলত জেলা হাসপাতাল এবং রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে কার্যকর করা হবে। স্বাস্থ্য দফতরের সদর দফতর ‘স্বাস্থ্য ভবন’ থেকে গোটা ব্যবস্থার তদারকি করা হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ছয় কোটি মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এই প্রকল্পটি পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের চালু করা ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের পরিবর্তে কার্যকর করা হচ্ছে।

তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে প্রস্তাবিত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এআইআইএমএস) গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই জমি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে।

এছাড়াও, পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে মাত্র ১ টাকায় জমি পাওয়া বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে বিনামূল্যের শয্যা (ফ্রি-বেড) ব্যবস্থা চালু করতে হবে বলেও তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির রোগীরা ওই হাসপাতালগুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।”

গোয়া যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, ‘বিকশিত ভারত’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: রাজ্যত্ব দিবসে মোদির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (আইএএনএস): গোয়া রাজ্যত্ব দিবস উপলক্ষে শনিবার রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি গোয়ার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং দেশের উন্নয়নে রাজ্যের অবদানের প্রশংসা করে আশা প্রকাশ করেন যে গোয়া ভবিষ্যতেও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে এবং ‘বিকশিত ভারত’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, “গোয়া রাজ্যত্ব দিবসের এই বিশেষ দিনে গোয়ার মানুষকে শুভেচ্ছা। গোয়ার প্রাণবন্ত সংস্কৃতি, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ সর্বত্র সুপরিচিত। এই দিনটি গোয়ার অগ্রগতি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় নিরলস পরিশ্রম করা সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করারও একটি সুযোগ। গোয়া যেন আরও সমৃদ্ধ হয় এবং বিকশিত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি গোয়াবাসীর সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।”

এদিকে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও গোয়া রাজ্যত্ব দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

অমিত শাহ এক্স-এ লিখেছেন, “গোয়া রাজ্যত্ব দিবসে গোয়ার ভাই ও বোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মিলনস্থল গোয়া বিশ্বের সামনে ভারতীয় আতিথেয়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে, যা দেশের গর্ব ও অগ্রগতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।”

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত তাঁর বার্তায় এই দিনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “১৯৮৭ সালের ৩০ মে গোয়া ভারতের ২৫তম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এই দিনটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেক গোয়াবাসী আনন্দের সঙ্গে এই দিনটি উদযাপন করেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের সুন্দর গোয়ার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করি। রাজ্যের ধারাবাহিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।”

অন্যদিকে, যোগী আদিত্যনাথ তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, “সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ গোয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে সকল বাসিন্দাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। পর্যটনের জন্য সুপরিচিত এই রাজ্য যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, সেই কামনা করি।”

নেতৃবৃন্দ তাঁদের বার্তায় গোয়ার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, পর্যটন সম্ভাবনা এবং ভারতের উন্নয়নযাত্রায় রাজ্যটির অব্যাহত ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের এস্টিমেট কমিটি বাধারঘাট কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন বিধায়িকাগণ। ছবি নিজস্ব।

‘সেলফি যুগে’ নোরা ফাতেহি, মনোরম ছুটির মুহূর্ত ভাগ করে নিলেন অনুরাগীদের সঙ্গে

মুম্বই, ৩০ মে (আইএএনএস): বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি বর্তমানে ছুটির আমেজে মগ্ন। নিজের মনোরম অবকাশযাপনের একাধিক ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে তিনি জানিয়েছেন, তিনি এখন তাঁর “সেলফি যুগে” রয়েছেন। একইসঙ্গে জীবনের ভালো ও খারাপ দুই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী।

নোরা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একগুচ্ছ ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন, যেখানে তাঁকে সমুদ্রতীরবর্তী পথে সাইকেল চালাতে, পার্কের দোলনায় শিশুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে, রাস্তার বিড়ালছানাদের ছবি তুলতে এবং শহরের বিখ্যাত স্থাপনাগুলোর সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দি করতে দেখা যায়। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, “ভালো এবং খারাপ সবকিছুর জন্যই কৃতজ্ঞ... আমি এখন আমার সেলফি যুগে আছি।”

অন্যদিকে, আগামী ১২ জুন ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম ও গান গাইতে দেখা যাবে নোরাকে। টরন্টো-এ অনুষ্ঠিতব্য এই জমকালো অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মাইকেল বুবলে, অ্যালানিস মরিসেট, অ্যালেসিয়া কারা, এলিয়ানা, জেসি রেয়েজ, সঞ্জয়, ভেজেড্রিম এবং উইলিয়াম প্রিন্স। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক সঙ্গীত জগতের তারকা অনিটা, ফিউচার, কেটি পেরি, লিসা, রেমা এবং টাইলা। ফলে এবারের ফিফা বিশ্বকাপ আন্তর্জাতিক সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও বিনোদনের এক অনন্য মেলবন্ধনে পরিণত হতে চলেছে। ক্যারিয়ারের শুরুতে তেলুগু চলচ্চিত্রে বিশেষ নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নোরা। তাঁকে টেম্পার, বাহুবলী: দ্য বিগিনিং এবং কিক ২-এর মতো ছবিতে দেখা গেছে। এছাড়াও তিনি মালয়ালম ছবি ডাবল ব্যারেল এবং কায়মকুলাম কোচুন্নি-তেও অভিনয় করেছেন।

২০১৫ সালে বিগ বস-এর প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন নোরা, যার সঞ্চালক ছিলেন সলমন খান। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে তিনি নৃত্যভিত্তিক রিয়েলিটি শো ঝলক দিখলা যা-তেও অংশ নেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্ট্রিট ড্যান্সার থ্রিডি এবং ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া-এ গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। পাশাপাশি ড্যান্স দিওয়ানে জুনিয়রস এবং ঝলক দিখলা যা ১০-এর বিচারকের আসনেও দেখা গেছে নোরাকে।

‘মন্নত’-এ হয়েছে শাহরুখ খানের ৯০ শতাংশ ফটোশুট জানালেন ডাবু রতনানি

মুম্বই, ৩০ মে (আইএএনএস): বলিউডের খ্যাতনামা সেলিব্রিটি ফটোগ্রাফার ডাবু রতনানি সুপারস্টার শাহরুখ খানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে একাধিক অজানা তথ্য শেয়ার করেছেন। তিনি জানান, শাহরুখের সঙ্গে তাঁর প্রায় ৯০ শতাংশ ফটোশুটই হয়েছে অভিনেতার বিখ্যাত বাসভবন ‘মন্নত’-এ।

সম্প্রতি অভিনেত্রী-পরিচালক পূজা ভাট-এর পডকাস্টে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ডাবু রতনানি এই তথ্য প্রকাশ করেন। কথোপকথনের সময় তিনি স্মৃতিচারণ করে জানান, শাহরুখের স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম মুহূর্তগুলোই তাঁর ক্যামেরায় সবচেয়ে স্মরণীয় ছবিতে পরিণত হয়েছে।

আলাপচারিতায় পূজা ভাট বলেন, আপনি সত্যিই শাহরুখকে খুব আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। আপনার সামনে তিনি যেন নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করেন। এর জবাবে রতনানি বলেন, শাহরুখের সঙ্গে আমার ৯০ শতাংশ ফটোশুট তাঁর বাড়িতেই হয়েছে।

তিনি আরও জানান, একবার শাহরুখ তাঁর ওশিওয়ারার স্টুডিওতে এসেছিলেন। সেই সময় অভিনেতা তাঁর পোষ্য কুকুর ‘ফ্ল্যাশ’-এর সঙ্গে খেলায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে পোজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ না করে, ডাবু সেই স্বাভাবিক মুহূর্তগুলোই ক্যামেরাবন্দি করেন।

রতনানি বলেন, যখন তিনি আমার ওশিওয়ারার স্টুডিওতে এসেছিলেন, তখন তিনি আমার কুকুর ফ্ল্যাশের সঙ্গে খেলছিলেন। আমি সেই মুহূর্তগুলোরই ছবি তুলেছিলাম। ফলে তিনি ছবির জন্য পোজ দেওয়ার পরিবর্তে সেই মুহূর্তটাকে উপভোগ করতে শুরু করেন। তাঁর যে সময়ে যেমন লুক থাকত, আমি সেই অনুযায়ী ফটোশুটের ধারণা তৈরি করতাম।

একটি ব্যতিক্রমী ফটোশুটের গল্পও শোনান তিনি। রতনানি জানান, একদিন গাড়ির টায়ার পরিবর্তন করানোর সময় একটি টায়ারের দোকানে তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি পুরনো টায়ার একটি গাড়িতে তুলছেন। সেই দৃশ্যই তাঁকে নতুন ফটোশুটের ধারণা দেয়।

তিনি বলেন, “আমি টায়ার বদলাতে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম একজন ব্যবহৃত টায়ারগুলো একটি গাড়িতে তুলছে। দৃশ্যটা দেখে মনে হলো, দারুণ একটি ব্যাকড্রপ হতে পারে। এরপর আমি সেই দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং প্রায় ২০০টি পুরনো টায়ার মেহবুব স্টুডিও-তে নিয়ে আসি। ছেঁড়া টায়ার দিয়ে পুরো সেট তৈরি করে সেই বিশেষ ফটোশুট করি।”

উল্লেখ্য, ডাবু রতনানি তাঁর বার্ষিক ক্যালেন্ডারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। প্রতি বছর তাঁর ক্যালেন্ডারে ২৪ জন তারকার ছবি স্থান পায়। এই ক্যালেন্ডারের জন্য তিনি অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, বিপাশা বসু, অর্জুন রামপাল, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চন-সহ বহু তারকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

নবজাতককে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষীর প্রতি দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠীর হৃদয়ছোঁয়া আচরণে মুগ্ধ নেটদুনিয়া

মুম্বই, ৩০ মে (আইএএনএস): টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী নবজাতক পুত্রসন্তানকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে ফেরার সময় তাঁর এক আন্তরিক ও মানবিক আচরণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সাদা কম্বলে মোড়ানো শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে গাড়ি থেকে নামছেন দিব্যাঙ্কা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও।

আবাসনের প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছতেই সেখানে কর্তব্যরত এক নিরাপত্তারক্ষী পরিবারের জন্য দরজা খুলে দেন। তবে নেটিজেনদের নজর কেড়েছে দিব্যাঙ্কার সেই নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে মধুর মুহূর্তটি। শুধুমাত্র ভেতরে প্রবেশ না করে অভিনেত্রী কিছুক্ষণ থেমে স্নেহভরে তাঁকে নিজের নবজাতক সন্তানের মুখ দেখান। নিরাপত্তারক্ষীকেও একই উষ্ণতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেখা যায়। আশীর্বাদের নিদর্শন হিসেবে তিনি শিশুটিকে আলতো করে স্পর্শ করেন, যেন ভালোবাসা ও শুভকামনা জানাচ্ছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। বহু ব্যবহারকারী দিব্যাঙ্কার বিনয়ী ও মাটির কাছাকাছি স্বভাবের প্রশংসা করেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, “ওনার হৃদয় সত্যিই খুব দয়ালু।” আরেকজন মন্তব্য করেন, “কী সুন্দরভাবে তিনি নিজের সন্তানকে নিরাপত্তারক্ষীকে দেখালেন।” অন্য একজন ভক্ত লেখেন, “তিনি খুবই ভালো মানুষ, কোনও অহংকার নেই।” আরেকজনের মন্তব্য, “তিনি সত্যিই একজন মিষ্টি মানুষ।”

অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারের সঙ্গে ওই নিরাপত্তারক্ষীর দীর্ঘদিনের পরিচয় রয়েছে, যা তাঁদের ভ্লগ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দর্শকদের কাছেও পরিচিত। ফলে পরিবারের এই আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁকে সামিল করার জন্য দিব্যাঙ্কার প্রশংসা করেছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠী ও তাঁর স্বামী বিবেক দহিয়া সম্প্রতি যমজ পুত্রসন্তানের জন্মের সুখবর ভাগ করে নিয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাঁরা হাসপাতাল থেকে নবজাতকদের নিয়ে বাড়ি ফেরেন। বেলুন দিয়ে বিশেষভাবে সাজানো গাড়িতে তাঁদের বাড়ি ফিরতে দেখা যায়।

চলতি বছরের মার্চ মাসে শুভ গুড়ি পড়বা উপলক্ষে যৌথ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে দিব্যাঙ্কা ও বিবেক সুখবরটি প্রকাশ করেছিলেন। ২৬ মে দিব্যাঙ্কা সন্তানদের জন্ম দেন। ২০১৬ সালে জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক ইয়ে হ্যায় মহাব্বাতেঁ-এর শুটিং সেটে পরিচয়ের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এই তারকা দম্পতি। সন্তান জন্মের খবর জানিয়ে তাঁদের আবেগঘন পোস্টে লেখা ছিল, অপেক্ষার অবসান হলো... আমাদের ‘দ্য বয়েজ’ এসে গেছে, আর জীবন এখন আগের চেয়ে আরও সুন্দর। আমার করণ-অর্জুন এসে গেছে! জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে আমাদের জন্য সবার আশীর্বাদ চাই।

পোস্টের ক্যাপশনে তাঁরা আরও লেখেন, আমরা সুখ চেয়েছিলাম, ঈশ্বর আমাদের দ্বিগুণ সুখ দিয়েছেন।

‘ব্রাউন’-এ মানবিক সম্পর্ক বা যন্ত্রণাকে সরলীকরণ করা হয়নি: করিশ্মা কাপুর

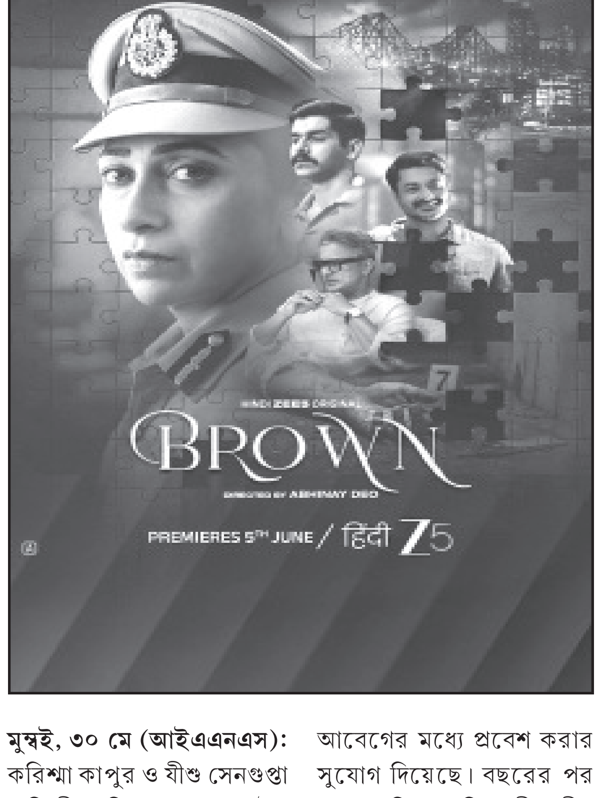

মুম্বই, ৩০ মে (আইএএনএস): করিশ্মা কাপুর ও যীশু সেনগুপ্তা অভিনীত নিও-নয়ার ক্রাইম থ্রিলার সিরিজ ব্রাউন-এর ট্রেলার প্রকাশ করেছেন নির্মাতারা। কলকাতার পটভূমিতে নির্মিত এই সিরিজে নিজের চরিত্র নিয়ে মুখ খুলে করিশ্মা বলেন, তিন দশকেরও বেশি সময়ের অভিনয়জীবনে বহু শক্তিশালী নারীর চরিত্রে অভিনয় করলেও রিটা ব্রাউনের শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ভঙ্গুরতা, নীরবতা এবং সাহসের মধ্যে।

এক বিবৃতিতে করিশ্মা বলেন, রিটা ব্রাউন আমার অভিনীত চরিত্রগুলোর মধ্যে একেবারেই আলাদা। সে ত্রুটিপূর্ণ, ভঙ্গুর, মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু জীবনের সব প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃঢ়চেতা।

‘ব্রাউন’-এর প্রতি তাঁকে কী আকৃষ্ট করেছিল, সে প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, “চিত্রনাট্যের আবেগগত সততাই আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে। এখানে যন্ত্রণাকে চাকচিক্যময় করে দেখানোর বা মানবিক সম্পর্ককে সরলীকরণ করার কোনও চেষ্টা নেই।”

তিনি আরও যোগ করেন, একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই চরিত্র আমাকে গভীরভাবে তৃপ্ত করেছে, কারণ এটি আমাকে অত্যন্ত কাঁচা ও বাস্তব আবেগের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে। বছরের পর বছর আমি বহু শক্তিশালী নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছি, কিন্তু রিটার শক্তি তাঁর সাহসের পাশাপাশি তাঁর ভঙ্গুরতা ও নীরবতার মধ্যেও প্রকাশ পায়। করিশ্মার কথায়, শুটিং শেষ হওয়ার পরও এই চরিত্রটি আমার সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল। আর সেটাই এই যাত্রাকে আমার কাছে ব্যক্তিগত এবং রূপান্তরমূলক করে তুলেছে।

সিরিজটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন সূর্য শর্মা এবং সোনি রাজদান। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অভিনয় দেও এবং প্রযোজনা করেছে জি স্টুডিও। আগামী ৫ জুন এটি জি৫-এ মুক্তি পাবে। কলকাতার রহস্যময় সৌন্দর্য ও নৈতিক অবক্ষয়ের পটভূমিতে নির্মিত ‘ব্রাউন’-এর কেন্দ্রে রয়েছে রিটা ব্রাউন চরিত্রটি। একসময় শহরের অন্যতম সেরা পুলিশ অফিসার হলেও বর্তমানে তিনি বিতর্কিত, মদ্যপ এবং অতীতের দুঃস্বপ্নে তাড়িত। শহরে ধারাবাহিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু হলে, যার প্রথম শিকার একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মেয়ে, রিটাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার তদন্তে ফিরতে হয়।

এক শোকাহত জুনিয়র অফিসার ইন্সপেক্টর অর্জুনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি এমন এক অন্ধকার তদন্তের জালে জড়িয়ে পড়েন, যেখানে দুর্নীতি, বিভাজন ও বিপদের মাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেশি।

নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জিস্সু সেনগুপ্ত বলেন, ব্রাউন-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো এটি ধীরে ধীরে স্তর উন্মোচন করে। এখানে রহস্য আছে, তবে তার সঙ্গে চিত্রনাট্যের আবেগগত গভীরতাও রয়েছে, যা এটিকে শুধুমাত্র একটি থ্রিলার না রেখে আরও ব্যক্তিগত করে তুলেছে।

তিনি আরও বলেন, অভিনেতা হিসেবে এমন জগতের অংশ হতে আমি সবসময়ই পছন্দ করি। আর কলকাতা গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠায় বিষয়টি আমার কাছে আরও বিশেষ হয়ে উঠেছে।

পরিচালক অভিনয় দেওর মতে, ‘ব্রাউন’ শুধুমাত্র একটি অপরাধকাহিনি নয়, বরং একটি ভেঙে পড়া ব্যবস্থার মধ্যে অর্থ ও মুক্তির সন্ধান করা ক্ষতবিক্ষত মানুষদের গল্প।

তিনি বলেন, রিটা ব্রাউন অত্যন্ত বহুস্তরবিশিষ্ট একটি চরিত্র। তাঁর যাত্রা যেমন বাইরের, তেমনি ভেতরেরও। আমরা এমন একটি জগৎ তৈরি করতে চেয়েছি যা কাঁচা, অস্বস্তিকর এবং বাস্তব অনুভূত হয়, যেখানে প্রতিটি চরিত্র ধূসর অঞ্চলে অবস্থান করে। এই গল্প ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

অন্যদিকে, জি৫-এর হিন্দি বিভাগের ব্যবসা প্রধান কাবেরি দাস বলেন, ‘ব্রাউন’ প্রচলিত ক্রাইম থ্রিলার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি শুধুমাত্র রহস্যভেদ নয়, বরং চরিত্রগুলোর দুর্বলতা, অতীতের ট্রমা এবং আবেগগত বোঝা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করে। তিনি আরও বলেন, এই সিরিজের মূল আকর্ষণ এর প্রধান চরিত্র একজন দৃঢ়চেতা কিন্তু গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ নারী, যার যাত্রা শুধুমাত্র একটি মামলার সমাধান নয়, বরং নিজের ভেতরের অন্ধকারের মুখোমুখি হওয়ার গল্প। এটি মুক্তি, ভঙ্গুরতা এবং নিরাময়ের জটিল ও অসম্পূর্ণ বাস্তবতার কাহিনি।

‘মেরে মেহবুব মেরে সনম’ ও ‘বিজুরিয়া’-তে নাচের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন নীল ভাট

মুম্বই, ৩০ মে (আইএএনএস): জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা নিল ভাট সম্প্রতি তাঁর ‘পরশুরাম’ সহ-অভিনেত্রী শাম্ভবী সিং-এর সঙ্গে স্টার পরিবারের বিশেষ বিনোদনমূলক পর্বে একাধিক গানে নাচ পরিবেশন করেছেন। অনুষ্ঠানে তাঁদের দেখা যায় মেরে মেহবুব মেরে সানাম, বিজুরিয়া এবং হঠাৎ করে করা ‘লুঙ্গি ডান্স’-এ অংশ নিতে। এক বিবৃতিতে নীল বলেন, শালিনী এবং আমি জুটি হিসেবে ‘ব্যাড নিউজ’ ছবির ‘মেরে মেহবুব মেরে সনম’ গানে পারফর্ম করেছি। এছাড়াও ‘বিজুরিয়া’সহ আরও অনেক গানে দলগত পরিবেশনায় অংশ নিয়েছি। তবে আমার জন্য সবচেয়ে মজার মুহূর্তটি ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

তিনি জানান, একটি খেলাধুলাভিত্তিক পর্বে একটি প্রপস সামনে আনা হয়, যা ছিল একটি লুঙ্গি। সেটি দেখেই উপস্থিত সবাই তাঁর চরিত্র পরশুরামের স্বাক্ষরধর্মী লুকের কথা মনে করতে শুরু করেন। নীল বলেন, আমি ওই সেগমেন্টের অংশই ছিলাম না। কিন্তু লুঙ্গি দেখেই নিজেকে আটকাতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উঠে ‘লুঙ্গি ডান্স’ গানে নাচ শুরু করি। অভিনেতার কথায়, সবাই খুব হাসাহাসি করেছে এবং মুহূর্তটি সত্যিই স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। স্টার পরিবারের এত তারকার সঙ্গে মেলামেশা ও আনন্দ করার সুযোগ পাওয়া দারুণ অভিজ্ঞতা। আশা করি দর্শকরাও তাঁদের প্রিয় তারকাদের দেখে ততটাই আনন্দ পাবেন, যতটা আমরা এই অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে পেয়েছি। উল্লেখ্য, মিস্টার ও মিসেস পরশুরাম জনপ্রিয় বাংলা ধারাবাহিক পরশুরাম — আজকের নায়ক-এর হিন্দি রিমেক। গল্পে পরশুরাম একজন গোপন এজেন্ট, যিনি বাইরের জগতের কাছে একজন সাধারণ পারিবারিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁকে একসঙ্গে দুই ভিন্ন জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। নীল ভাটের অভিনয়জীবনের শুরু হয় নৃত্যভিত্তিক রিয়েলিটি শো কাবুম-এর মাধ্যমে, যেখানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ২০০৮ সালে আরসলান ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর ১২/২৪ করোল বাগ এবং গুলাল-এ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া দিয়া অউর বাতি হাম-এ জাকির চরিত্রে এবং তুমিই তো বন্ধু, তুমিই সখা-তে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। ২০১৮ সালে রূপ - মার্ড কা নায়া স্বরূপ-এ নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। পরে ঘুম হ্যায় কিসিকে পেয়ার মেঁ-এ ডিসিপি বিরাট চাভান চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রসঙ্গত, বিশেষ অনুষ্ঠান ‘ফ্যাশন কে রং, রিশতোঁ কে সঙ্গ’ ১ জুন স্টার প্লাস-এ সম্প্রচারিত হবে।

সহ-অভিনেতা ব্রেট গোল্ডস্টেইনের সঙ্গে জেনিফার লোপেজের ‘ফ্লার্টি এনার্জি’, দাবি ঘনিষ্ঠ সূত্রের

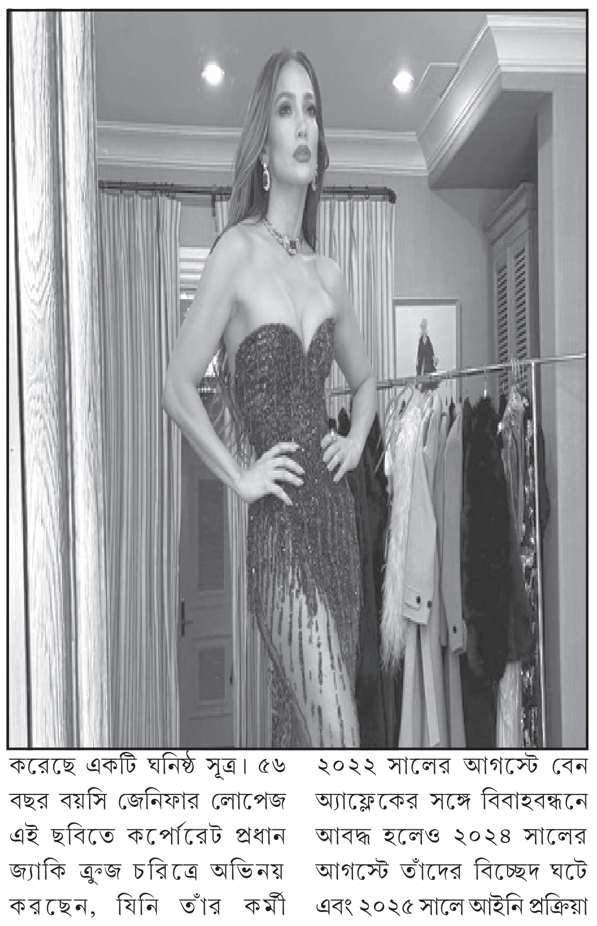

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩০ মে (আইএএনএস): হলিউড তারকা জেনিফার লোপেজ এবং তাঁর আসন্ন নেটফ্লিক্স রোম্যান্টিক কমেডি ছবি অফিস রোমান্স-এর সহ-অভিনেতা ব্রেট গোল্ডস্টেইনের মধ্যে কাজের সময় এক বিশেষ ‘ফ্লার্টি এনার্জি’ লক্ষ্য করা গিয়েছিল বলে দাবি করেছে একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র। ৫৬ বছর বয়সি জেনিফার লোপেজ এই ছবিতে কর্পোরেট প্রধান জ্যাকি ক্রুজ চরিত্রে অভিনয় করছেন, যিনি তাঁর কর্মী ড্যানিয়েল ব্ল্যাঙ্কফ্লাওয়ারের প্রেমে পড়েন। ছবিতে জেনিফার ও ব্রেটের মধ্যে একাধিক রোম্যান্টিক দৃশ্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি চুম্বনের দৃশ্যও রয়েছে।

একটি সূত্র People.com-কে জানিয়েছে, ব্রেটের সঙ্গে জেনিফারের ফ্লার্টি এনার্জি একেবারেই স্বাভাবিক ও আন্তরিক। তিনি সত্যিই ব্রেটকে পছন্দ করেন।

তবে সূত্রটি আরও জানায়, বর্তমানে জেনিফার একা থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন এবং কোনও সম্পর্কে জড়ানোর তাড়াহুড়ো তাঁর নেই। প্রাক্তন স্বামী বেন অ্যাফ্লেক-এর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি নিজের জীবন, পরিবার ও কাজ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। সূত্রের কথায়, জেনিফার এখন নিজের জীবন নিয়ে খুব ভালো অবস্থানে আছেন। সুখী থাকার জন্য তাঁর কোনও সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। তিনি কাজ, পরিবার এবং কাছের মানুষদের সঙ্গ উপভোগ করছেন। ছবিটির শুটিংও তিনি দারুণভাবে উপভোগ করেছেন এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য উচ্ছ্বসিত।

উল্লেখ্য, জেনিফার লোপেজের যমজ সন্তান ম্যাক্স মুনিজ এবং এমে মারিবল মুনিজ-এর বাবা তাঁর প্রাক্তন স্বামী মার্ক অ্যান্টনি। ২০২২ সালের আগস্টে বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও ২০২৪ সালের আগস্টে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে এবং ২০২৫ সালে আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জেনিফার জানান, দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করলেও চুম্বনের দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় এখনও তিনি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েন।

তিনি বলেন, আমি অনেক বছর ধরে এই পেশায় আছি। বলতে চাই সবকিছু সহজ লাগে, কিন্তু চুম্বনের দৃশ্য সবসময়ই আলাদা। যখন এমন একজনকে চুম্বন করতে হয় যাকে খুব বেশি চিনি না, তখন কিছুটা অস্বস্তি ও নার্ভাসনেস কাজ করে। তবে ব্রেট গোল্ডস্টেইনের সঙ্গে তাঁর রসায়ন শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছিল বলে জানান অভিনেত্রী। জেনিফারের কথায়, আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়তো একটু রুক্ষ স্বভাবের হবেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত, বুদ্ধিমান ও আকর্ষণীয় একজন মানুষ। আমি তাঁর বড় ভক্ত ছিলাম, বিশেষ করে টেড ল্যাসো-এ রয় কেন্ট চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের জন্য। চরিত্রটির মতো তাঁকে ভাবলেও বাস্তবে তিনি একেবারেই আলাদা খুবই মিষ্টভাষী ও নম্র। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের অক্টোবরে জেনিফার লোপেজ মজার ছলে ব্রেট গোল্ডস্টেইনকে তাঁর সঙ্গে কাজ করা অভিনেতাদের মধ্যে “সেরা কিসার” বলেও মন্তব্য করেছিলেন।

SACHIN DEB BARMAN MEMORIAL GOVT. MUSIC COLLEGE
Lichubagan, Agartala, Pin-799010
Website: - https://www.sdmgovtmusiccollege.in Email: - sdmgovtmusiccollege@gmail.com

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

কোর্স	বিষয়	যোগ্যতা	ফর্ম বিলি ও জমা	যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষা	নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর নামের তালিকা প্রকাশ	ভর্তি
৪ বছরের ডিগ্রী কোর্স (BPA)	১) হিন্দুস্তান শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, ২) রবীন্দ্র সঙ্গীত, ৩) তবলা, ৪) যন্ত্র সঙ্গীত :(সেতার, সরোদ), ৫) নৃত্য-কথক, ভরতনাট্টম, মণিপুরী	উচ্চ মাধ্যমিক পাস এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা নির্ধারক ভর্তি পরীক্ষার (ক্রিয়াত্মক) মাধ্যমে যাচাই করে ভর্তি করানো হবে।	১ জুন থেকে ১০ জুন, ২০২৬	১২ জুন ২০২৬ সকাল ১১টা	১৬ জুন ২০২৬	১৬ জুন থেকে ১৮ জুন, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা

ভর্তি ফর্ম কলেজ Website থেকে Download করা যেতে পারে।
Website :-https://www.sdmgovtmusiccollege.in
ICA/D-255/26
Sd/-
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা, শচীন দেববর্মণ স্মৃতি,সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

১ জুন সিআইডির সামনে হাজিরা দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বললেন 'মাথা নত করব না'

কলকাতা, ৩০ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-কে ১ জুন হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিস পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সিআইডি। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিল সিআইডির একটি দল। নিরাপত্তারক্ষীরা তদন্তকারীদের জানান, গত কয়েক দিন ধরে ওই বাড়িতে কেউ থাকছেন না। সিআইডি যখন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে যায়, তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও বিধায়ক কুনাল ঘোষ-এর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন।

পরে সিআইডি দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের বাসভবনে গিয়ে তাঁকে নোটিস দেয় এবং ১ জুন সিআইডি সদর দফতরে হাজির হতে নির্দেশ দেয়।

নোটিস পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইনি পরামর্শ নিয়ে তিনি তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আইনি পরামর্শ নেওয়ার পর আমি তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। কিন্তু মাথা নত করব না। চাইলে আমাকে গ্রেফতারও করতে পারে।"

জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা, দুই উপ-দলনেতা এবং দলীয় চিফ হুইপ মনোনয়ন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবে কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কের স্বাক্ষরে অসঙ্গতি ধরা পড়ার ঘটনায় সিআইডির তদন্তের সূত্রেই এই নোটিস।

বিধানসভার সচিবালয়ে প্রস্তাব জমা দেওয়ার আগে দলীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠি পাঠিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-কে বিরোধী দলনেতা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা পাত্র-কে উপ-দলনেতা এবং ফিরহাদ হাকিম-কে চিফ হুইপ হিসেবে মনোনীত করার কথা জানান।

তবে বিধানসভার স্পিকার রথিন্দ্র বোস বিধায়কদের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি প্রস্তাব জমা দেওয়ার ওপর জোর দেন। পরে কয়েকটি স্বাক্ষরে গরমিল ধরা পড়ায় বিষয়টি সিআইডির তদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

এর আগে কলকাতা পৌরসভা (কেএমসি) হরিশ মুখার্জি রোডের সম্পত্তি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠিয়েছিল। ওই সম্পত্তিটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর নামে নিবন্ধিত, যা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বলে জানা যায়।

৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন জনসমক্ষে দেখা দেননি। শনিবার তিনি প্রথম বাড়ির বাইরে বেরিয়ে উত্তর কলকাতার বেলেঘাটায় ভোট-পরবর্তী হিংসার শিকার বলে দাবি করা এক দলীয় কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন।

পরে কালীঘাটের বাড়ির সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সিআইডি যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে তদন্তকারীদের সেখানেই আসতে হবে।

হরিশ মুখার্জি রোডের সম্পত্তি সংক্রান্ত কেএমসির নোটিস প্রসঙ্গে অভিষেকের দাবি, ভবনের কোন অংশটি বেআইনি বলে মনে করা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে জানানো উচিত।

৩ জুন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ডি.কে. শিবকুমার, অনুষ্ঠান হবে সাদামাটা

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে (আইএএনএস): কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (কেপিসিসি) শনিবার ঘোষণা করেছে যে কেপিসিসি সভাপতি ডি.কে. শিবকুমার আগামী ৩ জুন কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। বেঙ্গালুরুর লোক ভবনের গ্লাস হাউসে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।শনিবার বিকেল ৪টায় নির্ধারিত কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টি (সিএলপি)-র বৈঠকের আগেই এই ঘোষণা করা হয়।দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক যৌথ জরুরি সাংবাদিক বৈঠকে কেপিসিসির কার্যকরী সভাপতি ও রাজ্যসভার সদস্য জি.সি. চন্দ্রশেখর জানান, সাধারণ মানুষের অসুবিধা এড়াতে এবং অনুষ্ঠানকে সংযত রাখতে দল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সাদামাটা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।তিনি বলেন, "সিদ্ধারামাইয়ার নেতৃত্বে চালু হওয়া জনকল্যাণমূলক গ্যারান্টি প্রকল্পগুলি মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আমরা এবং দল চাই ডি.কে. শিবকুমার সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সেই ভাবনা থেকেই অনুষ্ঠানকে সরল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"চন্দ্রশেখর জানান, শিবকুমারের সমর্থকেরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় এক হাজার বাসের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে ৩ জুন কর্মদিবস হওয়ায় শহরবাসীর অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সেই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "এটি কোনও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে না। জনগণের সেবার প্রতি দলের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটাবে এমন একটি সরল অনুষ্ঠান হবে। তাই কর্মী-সমর্থকদের বড় জমায়েত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস কর্মী ও শিবকুমারের অনুরাগীদের বেঙ্গালুরুতে না আসার আবেদনও জানান তিনি।

চন্দ্রশেখর বলেন, "আমরা অনুরোধ করছি, কেউ যেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য বেঙ্গালুরুতে না আসেন। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে সহযোগিতা করুন। এই অনুষ্ঠানটি যেন একটি আদর্শ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।"

তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শিবকুমার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সফর করবেন এবং সেখানেই দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।নতুন মন্ত্রিসভার গঠন প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কতজন মন্ত্রী শপথ নেবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

"শিবকুমার কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টির নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এবং সিদ্ধারামাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্ব হস্তান্তর করার পরে নতুন মন্ত্রিসভার রূপরেখা চূড়ান্ত করা হবে," তিনি জানান।

সিদ্ধারামাইয়া সরকারের গত তিন বছরের বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচির উল্লেখ করে চন্দ্রশেখর বলেন, কংগ্রেস আশা করছে যে শিবকুমারের নেতৃত্বে সেই উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

অপারেশন সিঁদুর' এখনও চলমান, প্রয়োজনে 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'-র জন্য প্রস্তুত তিন বাহিনী: সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদী

পুনে, ৩০ মে (আইএএনএস): ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী শনিবার বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর' এখনও চলমান রয়েছে এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে সম্ভাব্য 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'-এর জন্যও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি শাখাই সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে।

পুনেতে জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমি (এনডিএ)-র ১৫০তম কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড (পিওপি) শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেনাপ্রধান বলেন, বর্তমানে সংঘর্ষবিরতি কার্যকর থাকলেও সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখেছে।

তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুর এখনও চলমান। বর্তমানে শত্রুতামূলক কার্যকলাপে সাময়িক বিরতি রয়েছে। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তিন বাহিনীই সম্ভাব্য 'অপারেশন সিঁদুর ২.০'-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একই সঙ্গে তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা আগামী প্রজন্মের যুদ্ধের জন্যও নিজেদের প্রস্তুত করছি।"ভবিষ্যতের যুদ্ধের চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে উল্লেখ করে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, আগামী দিনে যুদ্ধ আর শুধু স্থল, সমুদ্র ও আকাশসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

তিনি বলেন, "ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে মহাকাশ, সাইবার এবং কগনিটিভ বা মানসিক যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই নতুন ক্ষেত্রগুলির জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"

সেনাপ্রধানের মতে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্র এখন অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রতিপক্ষের কাছে সেনা চলাচল ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয়ে পড়ছে।তিনি বলেন, "আজকের যুদ্ধক্ষেত্র ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকে এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ। এক পক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপ অন্য পক্ষ সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তাই সেনা মোতায়েন, তাদের ব্যবহার এবং সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।"

তথ্যযুদ্ধের (ইনফরমেশন ওয়ারফেয়ার) গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, যেকোনও সংঘাতে সাফল্যের জন্য জনগণের আস্থা এবং জাতীয় ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তার কথায়, "জয় সবসময় মাটিতে নয়, মানুষের মনে অর্জিত হয়। তাই তথ্যযুদ্ধ তখনই সফল হয়, যখন গোটা দেশ একসঙ্গে দাঁড়ায় এবং তথ্য প্রদানকারীদের ওপর আস্থা রাখে। একটি জাতির মানুষ যদি একে অপরকে এবং সংশ্লিষ্ট সব অংশীদারকে বিশ্বাস করে, তবে সেই জাতি যুদ্ধে সবসময়ই সফল হবে।"

'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ টেনে সেনাপ্রধান বলেন, এই অভিযান ভারতের দৃঢ়তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর নির্ভুল ও লক্ষ্যভিত্তিক জবাব দেওয়ার সক্ষমতার পরিচয় বহন করে।তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুর দেখিয়েছে যে ভারত প্রয়োজনে কতটা পরিকল্পিত, নির্ভুল এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম। এই অভিযানে সমন্বিত পরিকল্পনা, রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য, নির্ভুল লক্ষ্যভেদ, শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা, সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়ের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে।"

সেনাপ্রধান আরও জানান, যুদ্ধের পরিবর্তিত চরিত্র সম্পর্কে ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ সচেতন এবং ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের রূপান্তরের জন্য বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তার মতে, সেনাবাহিনীকে "ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত বাহিনী" হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তি, সমন্বয় এবং যৌথ কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, তরুণ অফিসার ও সেনা সদস্যরাই আগামী দিনে এই রূপান্তরের মূল চালিকাশক্তি হবেন এবং উদীয়মান বহুমাত্রিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীকে আরও সক্ষম করে তুলবেন।

ছত্তীসগঢ়ের বালোদে রহস্যজনকভাবে বাদুড়ের গণমৃত্যু, নমুনা পাঠানো হল ভোপালে

ভোপাল/রায়পুর/বালোদ, ৩০ মে (আইএএনএস): ছত্তীসগঢ়ের বালোদ জেলার দল্লি-রাজহারা অঞ্চলে রহস্যজনকভাবে বিপুল সংখ্যক বাদুড়ের মৃত্যু প্রশাসন এবং বন দফতরের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে প্রতিদিনই বহু মৃত বাদুড় উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে।শনিবার সংবাদমাধ্যমকে এক বন আধিকারিক জানান, দল্লি-রাজহারার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বাদুড়ের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বন দফতর এবং পশুচিকিৎসা দফতর যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে।মৃত বাদুড়গুলির নমুনা সংগ্রহ করে ভোপালের আইসিএআর-জাতীয় উচ্চ নিরাপত্তা প্রাণী রোগ পরীক্ষাগার-এ পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।প্রাথমিকভাবে অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ বা কোনও সংক্রমণকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হলেও, এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে দল্লি-রাজহারা এলাকায় প্রতিদিন ৫০ থেকে ৭০টি বাদুড় মৃত অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। মৃত বাদুড়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় প্রশাসন এবং বন দফতর সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।এত বড় মাত্রায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বন দফতরের একটি দল নিয়মিতভাবে এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে বন ও পশুচিকিৎসা দফতরের যৌথ দল মৃত বাদুড়গুলির নমুনা সংগ্রহ করেছে।কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তীব্র গরমকে একটি সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ধরা হলেও সংক্রমণ বা রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে বৈজ্ঞানিক তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না।এদিকে প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের মৃত বা অসুস্থ বাদুড় স্পর্শ না করার আবেদন জানিয়েছে।

ভারতের অর্থনীতি সতর্ক আশাবাদের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তবে নীতিগত নজরদারি অব্যাহত রাখা জরুরি: অর্থ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (আইএএনএস): শক্তিশালী পরিষেবা রফতানি, পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার এবং স্থিতিশীল শ্রমবাজারের কারণে মে মাসে ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 'সতর্ক আশাবাদী স্থিতিশীলতা'র পরিচয় দিয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। তবে আন্তর্জাতিক জ্বালানির উচ্চ মূল্য, টাকার অবমূল্যায়ন, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিকের তুলনায় দুর্বল বর্ষার সম্ভাবনার কারণে নীতিগত সতর্কতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

শনিবার প্রকাশিত অর্থ মন্ত্রকের 'মাসিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখা এবং মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আর্থিক, মুদ্রানীতি ও কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্রুত ও নমনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ বৈশ্বিক পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ইতিমধ্যেই নড়বড়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ওপর বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব জ্বালানি বাজার, সরবরাহ ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক রুট এবং বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতিতে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

জ্বালানি, পরিবহণ ও লজিস্টিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের বহু দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ ফের বেড়েছে এবং 'স্ট্যাগফ্লেশন' বা স্থবির অর্থনীতির সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির আশঙ্কাও জোরালো হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহে দীর্ঘস্থায়ী বিঘ্ন ঘটলে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আরও দুর্বল হতে পারে।

ভারতের ক্ষেত্রেও এই আন্তর্জাতিক চাপ ধীরে ধীরে দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ই-ওয়ে বিল উৎপাদন, পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির ধারায় ছিল। তবে আটটি মূল শিল্পের সূচক এবং জ্বালানি ব্যবহারে কিছুটা মন্থরতা দেখা গেছে, যা বৈশ্বিক প্রতিকূলতার প্রভাবের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, খুচরো ও পাইকারি মূল্যস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ বাড়ছে। এপ্রিল মাসে খুচরো মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে ৩.৪৮ শতাংশে পৌঁছালেও তা এখনও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে।

তবে খাদ্যপণ্য, রেস্তোরাঁ ও আবাসন পরিষেবার মতো কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির চাপ লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে, পাইকারি মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যার প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং নিম্ন ভিত্তি-প্রভাব।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উৎপাদন পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির এই চাপ আগামী মাসগুলিতে পরিবহণ, জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের খরচ বাড়িয়ে খুচরো মূল্যস্ফীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এছাড়া ভারত আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) চলতি মৌসুমে দীর্ঘমেয়াদি গড়ের প্রায় ৯২ শতাংশ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। যদিও বর্তমানে চাল ও গমের মজুত ৮১৭.৫৩ লক্ষ টনে রয়েছে এবং জলাধারগুলিতেও পর্যাপ্ত জল সংরক্ষিত আছে, তবুও বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দিলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। এর ফলে গ্রামীণ চাহিদা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও এপ্রিল মাসে কিছুটা মন্থরতা দেখা গেছে, বিশেষত বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং হাইড্রোকার্বন খাতের দুর্বলতার কারণে। তবে সিমেন্ট, ইস্পাত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, যা অবকাঠামো ও নির্মাণ খাতে শক্তিশালী চাহিদার প্রতিফলন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, উৎপাদন খাতে ইনপুট খরচ বৃদ্ধি পেলেও এইচএসবিসি ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং পিএমআই সম্প্রসারণের পর্যায়েই রয়েছে। পাশাপাশি গাড়ি, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রফতানি আদেশের উন্নতি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রবণতা শিল্পক্ষেত্রের ভিত মজবুত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

আর্থিক খাতে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের (এফপিআই) অর্থ প্রত্যাহারের কারণে টাকার ওপর চাপ তৈরি হলেও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ শক্তিশালী রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট এফডিআই প্রবাহ ৯৪.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা একটি রেকর্ড। এটি ভারতের অর্থনীতির প্রতি দীর্ঘমেয়াদি আন্তর্জাতিক আস্থার প্রতিফলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।একইসঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারও স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রয়েছে, যা বৈশ্বিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা বলয় হিসেবে কাজ করছে।

শ্রমবাজারের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরে অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, কর্মসংস্থান এবং শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার স্থিতিশীল রয়েছে। উৎপাদন ও পরিষেবা খাতে নিয়োগের গতি অব্যাহত থাকায় শ্রমবাজারে স্থায়িত্ব বজায় রয়েছে।

গোয়া স্টেটহুড ডে-তে শুভেচ্ছা খাড়গের শান্তি-সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (আইএএনএস): গোয়া রাজ্যত্ব দিবস উপলক্ষে শনিবার রাজ্যের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। একই সঙ্গে তিনি গোয়ার শান্তি, সমৃদ্ধি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। এদিন তিনি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী-র অবদানের কথাও স্মরণ করেন, যার নেতৃত্বে গোয়া পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করেছিল।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ খাড়গে লেখেন, "গোয়া রাজ্যত্ব দিবসে রাজ্যের সকল মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির জন্য গোয়া আজও সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ও অগ্রগতির উজ্জ্বল প্রতীক। ১৯৮৭ সালের এই দিনেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে গোয়া ভারতের প্রজাতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা অর্জন করে। গোয়ার শান্তি, সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।"

কংগ্রেসও তাদের 'এক্স' পোস্টে জানায়, "গোয়া রাজ্যত্ব দিবসে আমরা রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করছি। কংগ্রেস পরিবার গোয়ার জনগণকে স্যালুট জানায় এবং সম্প্রীতি, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গোয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষায় নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।"

অন্যদিকে, গোয়া প্রদেশ কংগ্রেসও রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছে, "১৯৮৭ সালের এই ঐতিহাসিক দিনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে গোয়া রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে এবং ভারতের একটি গর্বিত অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়। আসুন, আমরা গোয়ার স্বতন্ত্র পরিচয়, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ধারাবাহিক অগ্রগতিকে উদযাপন করি।"

এবারের রাজ্যত্ব দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে গোয়া একদিকে যেমন তার ঐতিহাসিক যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকেও মূল্যায়ন করছে। ১৯৬১ সালে মুক্তির পর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১৯৮৭ সালে ভারতের ২৫তম রাজ্যে পরিণত হওয়ার পেছনে ছিল গোয়ার স্বতন্ত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমানে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে গোয়া দেশের অন্যতম শীর্ষ রাজ্য। মাথাপিছু আয়ের নিরিখে এটি দেশের প্রথম সারিতে রয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষার হার এবং পর্যটন অবকাঠামোর ক্ষেত্রেও রাজ্যটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও গোয়ার পরিচিতি রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। অটল সেতু, নতুন জুয়ারি সেতু, মনোহর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী উড়ালপথ এবং বর্তমানে নির্মীয়মাণ পোরভোরিমের এলিভেটেড হাইওয়ে গোয়ার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

তবে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলিও রাজ্যের সামনে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। তবুও রাজ্যত্বের প্রায় চার দশক পর গোয়া আজও উন্নয়ন, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যের এক অনন্য মেলবন্ধনের উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

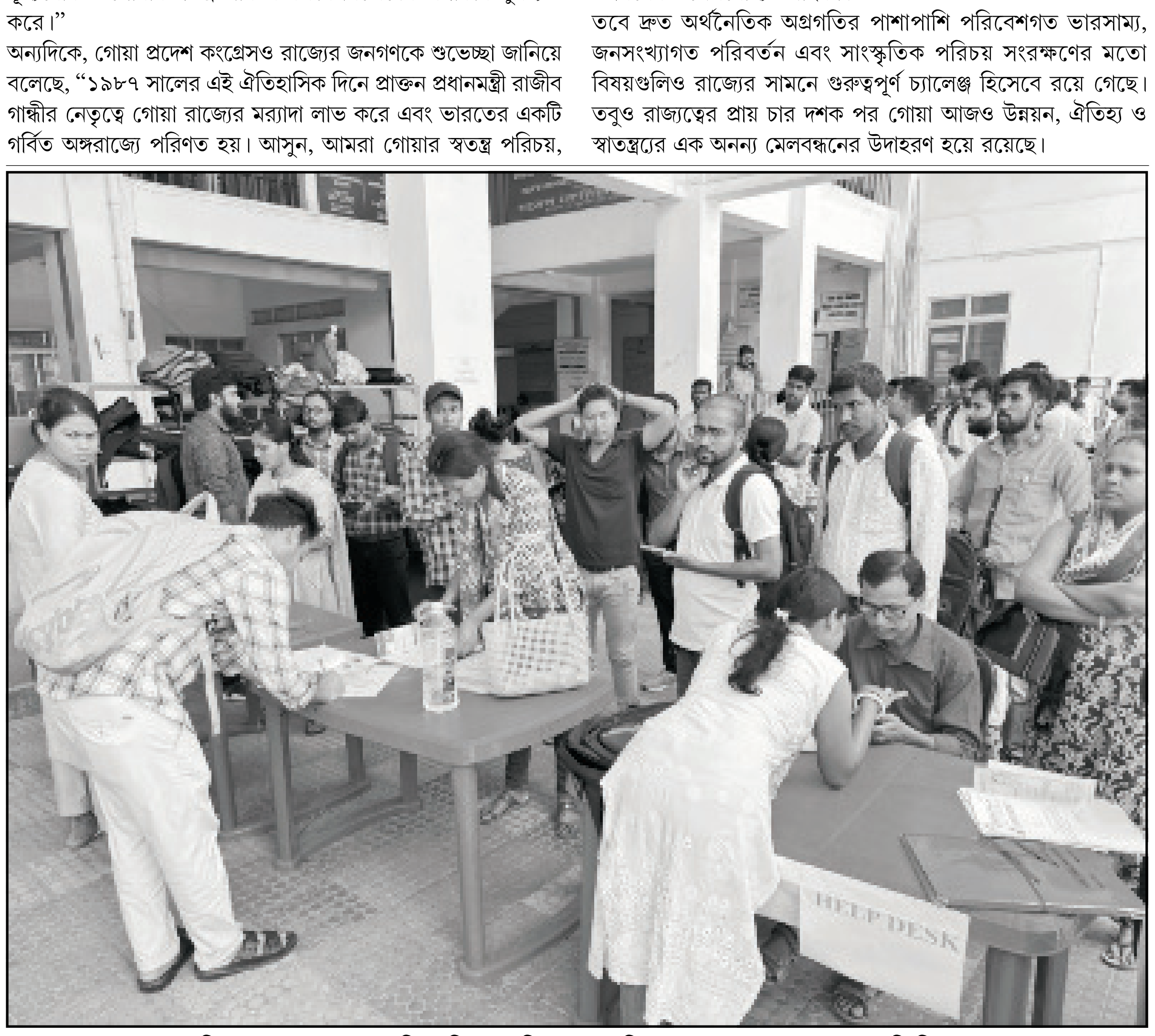

শনিবার আগরতলায় জনশক্তি পরিকল্পনা বিভাগে চাকুরি মেলার আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ত্রাণসামগ্রী অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে নদিয়ার পুরপ্রধান আটক, উত্তেজনা নবদ্বীপে

কলকাতা, ৩০ মে (আইএএনএস): ত্রাণসামগ্রী অবৈধভাবে মজুত রাখার অভিযোগে শনিবার ভোররাতে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার নবদ্বীপ পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা-কে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন একটি ক্লাবঘরে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী মজুত থাকার অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী মজুত থাকার খবর পেয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের একটি দল নবদ্বীপে সাহার বাড়ির কাছের একটি ক্লাবঘরে তল্লাশি চালায়।

তল্লাশিতে ক্লাব ভবনের মোট ১০টি ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল ত্রিপল, কম্বল এবং শাড়ি।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লাব ভবনের সামনে জড়ো হন। তাঁদের অভিযোগ, এই ত্রাণসামগ্রীগুলি অবৈধভাবে মজুত করে পরে খোলা বাজারে বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এদিকে, ক্লাবঘরের পাশেই অবস্থিত বিমানকৃষ্ণ সাহার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই ত্রাণসামগ্রী মজুতের ঘটনায় তিনিই মূল পরিকল্পনাকারী।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সাহার বাড়ি ঘিরে ফেলা হয় নিরাপত্তার বলয়ে।শনিবার ভোর প্রায় ৩টা ৪০ মিনিট নাগাদ পুলিশ তাঁকে আটক করে একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সেই সময় এলাকায় উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে 'চোর' বলে কটূক্তি করে। অভিযোগ, কিছু মানুষ তাঁর দিকে জলের বোতল ও জুতোও ছুড়ে মারেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তারক্ষীদের মৃদু লাঠিচার্জ করতে হয় বলে জানা গেছে।

তবে বিমানকৃষ্ণ সাহা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমাকে গ্রেফতার করা হয়নি। শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই।"

তবে তাঁর বাড়ির সংলগ্ন ক্লাবঘরে এত বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী কেন মজুত ছিল, সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি দেননি।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প: পশ্চিম জেলায় চলতি অর্থবর্ষের এখন পর্যন্ত ৭২.৩৮ কোটি টাকা সংগৃহীত

আগরতলা, ২৯ মে: স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমা থেকে ৮০৬ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সদর মহকুমা থেকে ৭১৫ কোটি টাকা, জিরানীয়া মহকুমা থেকে ৫৩ কোটি টাকা, এবং মোহনপুর মহকুমা থেকে ৩৮ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
ইতিমধ্যে এখন পর্যন্ত জেলার তিনটি মহকুমা থেকে ৭২.৩৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে সদর মহকুমা থেকে ৬৪৮১ কোটি টাকা, জিরানীয়া মহকুমা থেকে ৪.৫৩ কোটি টাকা এবং মোহনপুর মহকুমা থেকে ৩.০৪ কোটি সংগৃহীত হয়েছে।

আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে ট্রাফিক পুলিশের অবৈধ পার্কিং বিরোধী অভিযান, জরিমানা একাধিক যানবাহনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : অবৈধ পার্কিংয়ের কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন এবং জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে শনিবার আইজিএম হাসপাতাল চত্বর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ। অভিযানে একাধিক দ্বিচক্রযান ও অন্যান্য যানবাহনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং জরিমানা করা হয়।
ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ট্রাফিক এনফোর্সমেন্টের অংশ হিসেবে এদিন অবৈধ পার্কিং, ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন বিষয়ে নজরদারি চালানো হয়। বিশেষ করে আইজিএম হাসপাতালের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে অবৈধভাবে যানবাহন পার্কিংয়ের ফলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। এর ফলে অ্যাম্বুলেন্স চলাচল এবং জরুরি রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা তৈরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে হাসপাতাল চত্বরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে পার্কিং করা একাধিক যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট চালকদের জরিমানা করা হয়।
ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা জানান, জনস্বার্থে এবং জরুরি পরিষেবার স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চালানো হবে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল যানবাহন চালককে নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্ক করার এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট থেকে জলের মোটর চুরি, চোর আটক; হার্ডওয়্যার দোকান থেকে উদ্ধার চোরাই মাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : আগরতলার ক্যাম্পের বাজার এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি ফ্ল্যাট থেকে জলের মোটর চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করার পর তার জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে চোরাই মাল বিক্রির তথ্য। পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতায় ক্যাম্পের বাজারের একটি হার্ডওয়্যার দোকান থেকে চুরি যাওয়া মোটরটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, সম্প্রতি ক্যাম্পের বাজার এলাকার একটি নির্মীয়মাণ ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের একটি জলের মোটর চুরি যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই ব্যক্তি স্বীকার করে যে, চুরি করা মোটরটি তিনি স্থানীয় একটি হার্ডওয়্যার দোকানে মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন।
এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সংশ্লিষ্ট দোকানে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া মোটরটি উদ্ধার করে। তবে দোকানের মালিক মোটরটি চোরাই বলে জানতেন না বলে দাবি করেন এবং ঘটনার সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইডি-র অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর তীব্র প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ মে : কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কন্যার বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশির ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সরব হলো সিপিআই(এম)। শনিবার ধর্মনগরে দলীয় উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়।
সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলটি দুপুরে ধর্মনগর মহকুমা দপ্তর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী কর্মী-সমর্থকরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে স্লোগান দেন। শহরের প্রধান প্রধান পথ ঘুরে মিছিলটি পুনরায় মহকুমা দপ্তরে এসে শেষ হয়।
মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশ রায় এবং মহকুমা সম্পাদক রতন রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথসহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা।
মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিতাভ দত্ত অভিযোগ করেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে হেনস্থা করতে এবং তাদের কণ্ঠরোধ করতে ইডি ও সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে নেওয়া সাম্প্রতিক পদক্ষেপও সেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসারই বহিঃপ্রকাশ বলে তিনি দাবি করেন।
তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও বিরোধী কণ্ঠস্বরের উপর আঘাতের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের আন্দোলন আগামী দিনে আরও জোরদার করা হবে।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার স্ক্রুটিনি সম্পন্ন, ভোট ১৩ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা : আগামী ১৩ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীদের তালিকার স্ক্রুটিনি বা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
রিটার্নিং অফিসার পুলক কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে এই স্ক্রুটিনি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নির্ধারিত নিয়ম ও নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। স্ক্রুটিনি শেষে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
রিটার্নিং অফিসার পুলক কুমার দেবনাথ জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত বিধি মেনেই সমস্ত মনোনয়নপত্র যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, আগামী ১৩ জুন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন। নির্বাচনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে ইতিমধ্যেই উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
বার অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনকে আইনজীবী সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং ভোটকে সামনে রেখে প্রার্থীদের মধ্যেও প্রচার কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।

কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কন্যার বাড়িতে ইডি অভিযানের প্রতিবাদে বিলোনিয়ায় সিপিআই(এম)-এর মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ মে : কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কন্যার বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানের প্রতিবাদে শনিবার বিলোনিয়ায় মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি।
শনিবার সকালে সিপিআই(এম)-এর বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে এক নম্বর টিলা এলাকায় এসে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রতিবাদ সভা।
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক দীপংকর সেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরোধী নেতাদের হয়রানি করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তাঁদের দলের অভিযোগ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, আশীষ দত্ত, কৃষক নেতা নির্মল ভৌমিক, বাবুল দেবনাথ, অরূপ মজুমদারসহ বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মিছিল ও সভা থেকে ইডি অভিযানের তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং এই ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়।

আগরতলায় সিআইটিইউ-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সরব নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সিআইটিইউ)-এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস শনিবার আগরতলার সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ নেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্যী, নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত, মানিক দে সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা।
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তারা সংগঠনের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার রক্ষায় সিআইটিইউ-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।
বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শ্রমনীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ, শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বৃহৎ পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে একাধিক নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে, যার ফলে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ক্ষুণ হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের

● প্রথম পাতার পর
রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র এবং এ ঘটনার নৈতিক দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেন, নিট পরীক্ষাকে ঘিরে অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের নৈতিক দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে। সরকার এই দায় এড়াতে পারে না। আটকের পরও দিগ্বিজয় সিং জানান, ছাত্রদের ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। দেশের যুবসমাজ একটি স্বচ্ছ ও ন্যায্য পরীক্ষাব্যবস্থার দাবিদার। কংগ্রেসের অভিযোগ, বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। দলটির দাবি, অভিযোগের নিরপেক্ষ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নেতাদের আটক করা হয়েছিল। পরে দিনেই সকল আটক নেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

বন দপ্তরের উদ্যোগে ' এফআইজিএস' প্ল্যাটফর্ম চালু, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ জোরদারে ৩০০ মোবাইল ডিভাইস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: ত্রিপুরা সরকারের বন দপ্তর এবং ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্প -এর উদ্যোগে শনিবার প্রজ্ঞা ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হলো ফরেস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড জিওস্পেশিয়াল সলিউশন। জিআইএস ও এমআইএস-ভিত্তিক এই অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজ্যের বন ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং জীবিকা পরিকল্পনাকে আরও বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বন দপ্তরের প্রধান সচিব ও প্রধান বনপাল আর. কে. সমল (আইএফএস), বন দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিক, ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন অংশীজন। এদিন প্রকল্পের আধিকারিক ও মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে মোবাইল ডিভাইস বিতরণ, এফআইজিএস ডেটা আপডেটে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্মাননা প্রদান এবং স্কেটফর্ম প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনারও উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, প্রযুক্তি ও প্রকৃতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং প্রযুক্তি এখন বন ও পরিবেশ সংরক্ষণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বন অগ্নিকাণ্ড শনাক্তকরণ, মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে জিও-ট্যাগিং, ড্রোনের মাধ্যমে দুর্গম এলাকার জরিপ এবং জিআইএস-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল চিহ্নিতকরণে প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা হবে প্রযুক্তিনির্ভর, তবে তা অবশ্যই প্রকৃতির মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন ব্যবস্থাপনায় জিওস্পেশিয়াল প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ ও রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থার ব্যবহার বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরাকেও প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এফআইজিএস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জিআইএস ম্যাপিং, রিমোট সেন্সিং, মোবাইল জিও-ট্যাগিং, মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ, ড্যাশবোর্ড, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট তৈরির মতো একাধিক সুবিধা একত্রে পাওয়া যাবে। এর ফলে বন ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্প পরিকল্পনা, সম্পদ সৃজন এবং পর্যবেক্ষণ আরও স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক হবে। অনুষ্ঠানে ৩০০টি মোবাইল ডিভাইস বিতরণ করা হয়, যা ব্যবহার করে মাঠপর্যায়ে বৃক্ষরোপণ, নার্সারি, জল সংরক্ষণ কাঠামো, জীবিকা সংক্রান্ত সম্পদ এবং অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য রিয়েল-টাইমে সংগ্রহ ও আপডেট করা সম্ভব হবে। এতে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের মান ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

গর্ভবতী নাবালিকাকে উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর
এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পানিসাগরের ডিসিএম বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। এছাড়াও অভিযানে অংশ নেন চাইল্ড লাইনের আধিকারিকরা এবং পানিসাগর থানার পুলিশ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা পানিসাগর মহকুমায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, এলাকায় বাল্যবিবাহের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনের আরও কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি উঠেছে।

পাঁচ দফা দাবিতে

● প্রথম পাতার পর
হয়ে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন এবং পরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাদের।
প্রাক্তন জঙ্গি নেতা আরও অভিযোগ করেন, অনুমোদিত ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২২ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু অবশিষ্ট অর্থ এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে অবিলম্বে পুনর্বাসন প্রকল্প পুনরায় চালু করার পাশাপাশি সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। প্রশাসনের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েও কোনও উত্তর না পাওয়ার অভিযোগ তুলে সংগঠনের নেতারা বলেন, দাবি পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ৫ জুন থেকে রাজ্যের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচি শুরু করা হবে।

চলন্ত গাড়িতে ইট ছুড়ে হামলা !

● প্রথম পাতার পর
এলাকায় পৌঁছালে কয়েকজন দুষ্কৃতী চলন্ত গাড়িটিকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারে বলে অভিযোগ ইটের আঘাতে গাড়িটির সামনের অংশ ও কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত গর্জি ফাঁড়ি থানার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এরপর পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানান এবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সড়কে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লরির ধাক্কায় খাদে পড় বোলেরো

● প্রথম পাতার পর
পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে বোলেরো গাড়ির পেছনে থাকা এক বাইক আরোহী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে লরিটির পিছু ধাওয়া করেন। পরে জগন্নাথ জিও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে লরিটিকে আটক করা সম্ভব হয়।
ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ লরির চালক ও সহ-চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোলেরো গাড়িটিকেও ক্রেনের সাহায্যে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার ঘটনায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, দুর্ঘটনার সময় উভয় যানবাহনই দ্রুতগতিতে চলছিল। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

তীব্র গরমে

● প্রথম পাতার পর
"ক্রেতার কোনও অভাব নেই, কিন্তু পর্যাপ্ত ডাব পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।"
ব্যবসায়ীদের দাবি, সরবরাহ সংকটের অন্যতম কারণ হলো বিভিন্ন এলাকায় নারকেল গাছের সংখ্যা কমে যাওয়া। জমির ব্যবহার পরিবর্তন, নতুন বাড়িঘর নির্মাণ এবং অন্যান্য কারণে বহু পুরনো নারকেল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাজারে ডাবের যোগানও হ্রাস পেয়েছে।
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, গ্রীষ্মের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেলে আগামী কয়েক সপ্তাহে ডাবের চাহিদা আরও বাড়তে পারে। কিন্তু উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে বাজারে সংকট আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে তালের শাঁসের বাজার এখনও প্রত্যাশিত গতি না পাওয়ায় বিক্রেতারা বর্ষার আগে ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধির অপেক্ষায় রয়েছেন।
প্রচণ্ড গরমের এই সময়ে ডাব এখন শুধু একটি ফল নয়, বরং মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক পানীয় হিসেবে স্বস্তির অন্যতম ভরসা। তবে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ভবিষ্যতে বাজারে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

আজ রাজ্যে আসছেন

● প্রথম পাতার পর
মতবিনিময় করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও পথবিক্রেতাদের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য, করোনাকালীন অর্থনৈতিক সংকটের সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের আওতায় পথবিক্রেতাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রশাসনিক মহলের মতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সফর রাজ্যের বিদ্যুৎ ও নগর উন্নয়ন খাতে চলমান প্রকল্পগুলির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের সাফল্য এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিও নতুন করে গুরুত্ব পাবে।

বাসের ধাক্কায় প্রাণ

● প্রথম পাতার পর
এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবরে সাব্রুম শহরজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক সুনীল দেবনাথের স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

সাড়ে ৫ কোটি টাকা

● প্রথম পাতার পর
নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া টিপিআইডি (ত্রিপুরা আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা) আইনের ৩ নম্বর ধারায় প্রত্যেক অভিযুক্তকে ছয় বছরের কারাদণ্ড এবং আরও এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে সংস্থাকেও টিপিআইডি আইনের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আইপিসির ১২০(বি) ও ৪২০ ধারায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।তিনি আরও বলেন, আদালত সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি বা আইনানুগ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য মহকুমা শাসককে নির্দেশ দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় থাকা শতাধিক আমানতকারীর কাছে এই রায় স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে বলে মনে করছে আইন মহল।

সোনারপুরে অভিষেককে ঘিরে

● প্রথম পাতার পর
বক্তব্যের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ সমিক ভট্টাচার্য সকলকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।
হামলার সময় পুলিশ কেন উপস্থিত ছিল না, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এর জবাব রাজ্য সরকারকেই দিতে হবে। তবে তিনি দাবি করেন, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপরও উত্তরবঙ্গে প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয়েছিল।
সমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীরা যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন। অথচ আগের তৃণমূল সরকার চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছে। তখন রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হিংসার বহু ঘটনা ঘটেছিল।
অন্যদিকে, সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, সোনারপুরের ঘটনা যেমন দুর্ভাগ্যজনক, তেমনই নির্বাচনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন হুমকিমূলক ও উস্কানিমূলক মন্তব্যও গ্রহণযোগ্য ছিল না।
তিনি বলেন, তাঁর আগের বক্তব্য যেমন কাম্য ছিল না, তেমনই আজকের হামলাও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, বিজেপি সবসময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূলকে প্রাসঙ্গিক রাখতে চাইবে। এই ঘটনা সেই পরিকল্পনার অংশ কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।
তিনি বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। অতীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পরিণতি আমরা দেখেছি। সোনারপুরেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হামলার সময় পুলিশ কী করছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
ঘটনার সময় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর (সিএপিএফ) জওয়ানরা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিরাপদে সোনারপুর থেকে বের করে নিয়ে যায়। তবে তিনি এলাকা ছাড়ার সময়ও রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বিক্ষোভকারীরা তাঁকে 'চোর' বলে স্লোগান দিতে থাকেন।
ঘটনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজ আমার মাথা ফেটে যেতে পারত। আমার সঙ্গে থাকা দুই-তিনজন মহিলা সহকর্মীকেও মারধর করা হয়েছে। ইট-পাথর ছোড়া হয়েছে। আমার চশমার অবস্থা দেখুন। যদি বিজেপি এর সঙ্গে জড়িত না থাকে, তাহলে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? আমি এই ঘটনায় কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হব। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টেও যাব।
সোনারপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং রাজনৈতিক হিংসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
অপরদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় বিজেপি এবং রাজ্যের বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারকে সরাসরি দায়ী করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শনিবার সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকরা "খুনিতে" পরিণত হয়েছে।
নিজের পোস্টে তিনি লেখেন, শাসকরা হয়ে উঠল হত্যাকারীধিক্কার তোমাদের, বিজেপি!। এই মন্তব্যের সঙ্গে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পোস্ট এবং সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ভিডিও শেয়ার করেন।
তৃণমূল কংগ্রেসের ওই পোস্টে দাবি করা হয়, রাজনৈতিক হিংসার শিকার বলে দাবি করা সঞ্জু কর্মকারের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীদের হামলার মুখে পড়ার পরও তিনি পিছিয়ে না এসে আক্রান্ত পরিবারের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।
এদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-ও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সোনারপুরে রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়।
খাড়গে অভিযোগ করেন, একজন বিশিষ্ট বিরোধী নেতার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার অভাব বিজেপির প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক নিপীড়নের রাজনীতিরই প্রতিফলন। তিনি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সকল বিরোধী নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান এবং এ ধরনের হামলা রুখতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব-ও সোনারপুরের ঘটনার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রাণঘাতী হামলার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার প্রমাণ করেছে যে তারা ঘৃণা, নেতিবাচকতা এবং হিংসার রাজনীতিতেই বিশ্বাস করে।
অখিলেশ যাদব আরও বলেন, এত সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা না থাকা একটি বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মতে, এই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।
সোনারপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হয়েছে। হামলার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও পাল্টা অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 31-05-2026, 01:12

ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলো অনিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যের ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার মানিকপুর গ্রামের ফরেস্ট কোয়ার্টারের বাসিন্দা অনিতা ত্রিপুরা আজ রাজ্যের গর্ব। বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী অনিতা অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে স্বাক্ষর রেখেছে নিজের প্রতিভার।গত বছরের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় সিলভার মেডেল জয় করে সে। এরপর চলতি বছরের মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কুরাস প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে আবারও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করে অনিতা।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ত্রিপুরা থেকে মোট ১৯ জন প্রতিনিধি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও ব্রোঞ্জ পদক জয় করতে সক্ষম হয় একমাত্র অনিতাই। তার এই অসাধারণ সাফল্য রাজ্যকে জাতীয় মঞ্চে সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।অনিতার এই কৃতিত্বকে সম্মান জানাতে শুক্রবার তাকে সংবর্ধনা দেয় আসাম রাইফেলসের ২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের রাধানগর স্থিত ব্যাটেলিয়ানের সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর কমানডেন্ট ধর্মেন্দ্র সিং চৌহান, আধিকারিক হারকিরাত, অনিতার বাবা গজেন্দ্র ত্রিপুরা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এদিন বাহিনীর তরফে অনিতার হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক সম্মাননা এবং পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা। পাশাপাশি প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগও গ্রহণ করেছে আসাম রাইফেলসের ২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ান।অনিতা জানায়, আগামী দিনে জাপানে গিয়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করাই তার মূল লক্ষ্য। এখন পর্যন্ত জাতীয় স্তরে দুটি বড় পুরস্কার সহ আরও একাধিক সম্মান অর্জন করেছে সে। তার এই সাফল্যের পেছনে বাবা গজেন্দ্র ত্রিপুরা এবং কোচ সুবর্ণ মগের অবদান সবচেয়ে বেশি বলেও জানায় অনিতা। এদিকে আসাম রাইফেলসের কমানডেন্ট ধর্মেন্দ্র সিং চৌহান জানান, অনিতার সাফল্যের মধ্যদিয়ে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতেই আয়োজন করা হয়েছে এই সংবর্ধনার। বাহিনীর অন্যান্য জাওয়ান ও ভারত সরকারের অগ্নিবীর প্রকল্পে যোগ দিতে ইচ্ছুক যুবকরাও উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে।মাত্র দু-বছরের কঠোর পরিশ্রমেই জাতীয় মঞ্চে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে অনিতা ত্রিপুরা। তার এই লড়াই এবং সাফল্য প্রমাণ করে, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় থাকলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করে স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। অনিতার এই অসামান্য অর্জনে গর্বিত ধলাই জেলা তথা সমগ্র ত্রিপুরা।

আর্জেন্টিনার এই দল কি বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখতে পারবে

লিওনেল স্কালোনি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করার পর থেকেই শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া-বিশ্লেষণ। কেমন হলো আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল, এই দল নিয়ে তারা কি শেষ পর্যন্ত শিরোপা ধরে রাখতে পারবে? তবে স্কোয়াড বিশ্লেষণ করলে এই আর্জেন্টিনা দলের বেশ কিছু শক্তির দিক যেমন আছে, পাশাপাশি আছে কিছু শঙ্কার দিকও।

আর্জেন্টিনার এই দলের বড় শক্তি অভিজ্ঞতা। এই দলের বেশির ভাগ সদস্যের শিরোপা জয়ের অভিজ্ঞতা আছে। লিওনেল মেসি ছাড়াও এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, রদ্রিগো দি পল, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার ও এনজো ফার্নান্দেজের মতো তারকারা কাতার বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের পথে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এই খেলোয়াড়েরা এখন আরও পরিণত। ফলে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে এবারও একই দলটির ওপরই আস্থা রেখেছেন স্কালোনি। এখন তাঁদের প্রতিদান দেওয়ার অপেক্ষা।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার আরেকটি শক্তি জায়গা তাদের বিশ্বসেরা মাঝমাঠ। অনেকের মতে, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ ও রদ্রিগো দি পল ত্রয়ী আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ মিডফিল্ডগুলোর একটি। বল দখল, প্রেসিং, ম্যাচ নিয়ন্ত্রণসহ সব কটি জায়গাতেই মিডফিল্ড দারুণ শক্তিশালী।

আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযানে এগিয়ে রাখবে তাদের বড় ম্যাচ জয়ের মানসিকতাও। গত কয়েক বছর আর্জেন্টিনা নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা সময় পার করেছে। এর মধ্যে একটি বিশ্বকাপ, দুটি কোপা আমেরিকা এবং একটি ফিনালিসিমার ট্রফি জিতেছে তারা। এবার বিশ্বকাপ জিতলে বৃত্ত পূরণ হবে দলটির। সাম্প্রতিক সময়ে বড় ম্যাচ জেতার মানসিকতা বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোয় কাজে লাগানোর সুযোগ আছে ‘আলবিসেলেস্তা’দের।কৌশলের চেয়ে স্কালোনির বড় শক্তি দলকে একসঙ্গে রাখা। তাঁর ওপর খেলোয়াড়দের আছে অগাধ আস্থা। পাশাপাশি লিওনেল মেসির মতো সর্বকালের সেরাদের একজনের উপস্থিতিও দলকে বাড়তি জ্বালানি দেবে। বিশেষ করে এই বিশ্বকাপ দিয়েই হয়তো আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে চলেছেন মেসি। তাঁর বিদায় রাঙাতে নিশ্চিতভাবে উন্মুখ হয়ে থাকবেন সতীর্থরা।২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের আক্রমণভাগও ছিল অনেক বেশি মেসি নির্ভর। তাঁকে ঘিরেই সাজানো হতো সব পরিকল্পনা। তবে এবার একাধিক বিকল্প খেলোয়াড় পেয়েছে দলটি। হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, থিয়াগো আলমাদা, নিকো পাজ কিংবা হোসে ম্যানুয়েল লোপেজরা নিজেদের দিনে একাই ম্যাচের দৃশ্যপট বদলে দিতে পারেন।ফেবারিট হিসেবে বিশ্বকাপে গেলেও আর্জেন্টিনার জন্য কিছু শঙ্কার দিকও আছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন মেসির বয়স ও ফিটনেস ঘিরে। মেসি নিজের সেরা সময় পেছনে ফেলে এসেছেন। তাঁর বয়স ৩৮ পেরিয়ে গেছে। বিশ্বকাপের আগে তাঁর বাঁ হ্যামস্ট্রিংয়ের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ ও ক্লান্তির খবর সামনে এসেছে। অনেক বিশ্লেষণেই বলা হচ্ছে, মেসি পুরো টুর্নামেন্টে শতভাগ ফিট না থাকলে আর্জেন্টিনার মান কমে যায়।আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগ বয়স ও চোটের ভারে কিছুটা নুয়ে পড়েছে। বিকল্প থাকলেও অভিজ্ঞতায় ঘাটতি আছে। ফুলব্যাক পজিশন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে এসব সমস্যা মাথার ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। আনহেল দি মারিয়ার অভাবও বিশ্বকাপ যত গড়াবে, উপলব্ধি করতে পারবেন দলটি। তাঁর ঘাটতি পূরণ হবে আর্জেন্টিনার জন্য।এ ছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বীরা আগের চেয়ে শক্তিশালী। স্পেনের তরুণ দল দারুণ উজ্জীবিত, ফ্রান্সের স্কোয়াড বেশ গভীর, ইংল্যান্ডের মিডফিল্ড শক্তিশালী, ব্রাজিলও দারুণ গতিময়সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতা আগের চেয়ে কঠিন। আর ১৯৬২ সালের পর আর কোনো দল টানা দুই বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। অর্থাৎ বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে ধরে রাখা আরও কঠিন। তবে ইতিহাসের সেরা দলগুলোই পারে এই সব কাঠিন্যকে জয় করতে। ৬৪ বছর আগে পেলের ব্রাজিল তো পেরেছিল, এখন মেসির আর্জেন্টিনার পালা।

শিলংয়ে অত্যাধুনিক ইন্ডোর হলের উদ্বোধন ৩৯তম জাতীয় গেমসের চুক্তিপত্র সাক্ষর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। মেঘালয়ের শিলংয়ে ক্রীড়া পরিকাঠামোয় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। আজ, শনিবার সকাল ১১ টায় শিলংয়ের জে.এন. স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একটি অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিপারপাস ইন্ডোর হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া রাজ্যমন্ত্রী, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি ড. পি. টি. ঊষা, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীগণ। ইন্ডোর হলের উদ্বোধনের পরপরই বহুল প্রতীক্ষিত ৩৯তম জাতীয় গেমসের আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্রটি গুরুত্ব সহকারে সাক্ষরিত হয়।পরবর্তীতে শিলংয়ের রাজ্য অতিথিশালায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা আসন্ন জাতীয় গেমসের প্রস্তুতি ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বৈঠকে ত্রিপুরার ক্রীড়া সচিব পি. কে. চক্রবর্তী ত্রিপুরায় প্রস্তাবিত জিমনাস্টিকস প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ‘যোগাসন’ আসরটি আয়োজন করার জন্য জোরালো দাবি জানান। ত্রিপুরার এই আবেদনে গেমসের পরিধি আরও বিস্তারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী, আইওএ সভাপতি পি. টি. ঊষা এবং মেঘালয়ের ক্রীড়ামন্ত্রীকে ত্রিপুরা সফরের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানান। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন যে, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে উত্তর-পূর্বের আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীদের নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা বৈঠক করা হবে। এদিনের সমগ্র কর্মসূচিতে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সচিব পি. কে. চক্রবর্তী, ক্রীড়া অধিকর্তা এল. ডারলং, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এবং যুগ্ম সচিব কৃষ্ণপদ সরকার প্রমুখ।

১৩ জুন থেকে রাজ্য দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজ্যে শুরু হতে চলেছে দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনুর্ধ-১৫ দাবা প্রতিযোগিতা। আগামী ১৩ জুন থেকে এই আসর বসবে নাগেরজলাস্থিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাস টার্মিনালে। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগেই দাবারুরা অংশ নিতে পারবে। তবে এই আসরে অংশ নেওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে দাবারুদের জন্ম ১ জানুয়ারি ২০১১ সালের পর হতে হবে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ জানিয়েছেন, এই রাজ্য স্তরের আসর থেকেই আগামী জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য চারজন বালক এবং চারজন বালিকা দাবারুকে বাছাই করা হবে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের আগামী ১১ জুনের মধ্যে নিজেদের এন্টি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং এর জন্য এন্টি ফি ধার্য করা হয়েছে ৬০০ টাকা। সমগ্র প্রতিযোগিতা সূচি ও খেলা পরিচালনা করবেন মিটন গোপ।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল ভারত

দিন পনেরো পরেই শুরু হচ্ছে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ। ইংল্যান্ড মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন হরমনপ্রীত কৌররা। তার আগে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই তিন ম্যাচের সিরিজ খেলছে উইমেন ইন ব্লু। সেই সিরিজের প্রথম ম্যাচে সাফল্য পেল ভারত। জেমিমা রডরিগেজের দুরন্ত হাফসেঞ্চুরিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে নিল ভারতের মহিলা ব্রিগেড।বৃহস্পতিবারের ম্যাচে খেলতে পারেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত। তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্ব দেন স্মৃতি মন্ধানা। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলে স্মৃতির উইকেট খোয়ায় ভারত। প্রথম ওভারের শেষে আউট আরেক ওপেনার শেফালি ভার্মাও। সেখান থেকে যস্তিকা ভাটিয়াকে সঙ্গী করে জেমিমা ম্যাচের হাল ধরেন। দু’জনের পার্টনারশিপে ওঠে ১২৬ রান। জেমিমার সংগ্রহ ৪০ বলে ৬৯। যস্তিকা আউট হন ৪০ বলে ৫৪ রান করে। এদিন অবশ্য ব্যর্থ হন বঙ্গকন্যা রিচা ঘোষ। পরে লোয়ার অর্ডারে নেমে ১৩ বলে ২২ রানের ক্যামিও আসে দীপ্তি শর্মার ব্যাট থেকে। ২০ ওভার শেষে ১৮৮ রানের বড় টার্গেট দেয় ভারত।

রান তাড়া করতে গিয়ে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। পাওয়ার প্লে’র মধ্যেই প্যাভিলিয়ন ফেরেন দুই ওপেনা সোফিয়া ডাঙ্কল এবং অ্যালিস ক্যাপসি। পরে ৬৮ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ বাঁচানোর চেষ্টা করেন এমি জোনস। কিন্তু ক্রিজের অপর প্রান্ত থেকে সাহায্য পাননি। ২০ ওভার শেষে ইংল্যান্ড আটকে যায় ১৫০ রানে। প্রথমবার আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলতে নেমে তিন উইকেট তুলে নেন পেসার নন্দিনী শর্মা। ওয়ানডে বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দেওয়া ক্রান্তি গৌড়ও পেয়েছেন জোড়া উইকেট।

গতবছর নভেম্বরে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতের মহিলা দল। তবে ফাইনালে উঠলেও টি-২০ বিশ্বকাপ আসেনি ভারতের মেয়েদের ঘরে। এবার সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে উইমেন ইন ব্লু। জেমিমা বলছেন, “লর্ডসে কপিল দেব ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন। ভারতের মেয়েদের প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফিটাও লর্ডসের মাটিতে জিততে চাই।” আগামী ১৪ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে মহিলা ব্রিগেড।

জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ত্রিপুরার মহিলাদের জয়জয়কার, গোয়ার মাটিতে একঝাঁক সোনা জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। গোয়ার ব্যাম্বোলিম অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘তৃতীয় জাতীয় মাস্টার্স মহিলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬’-এ অভাবনীয় সাফল্য পেল ত্রিপুরার প্রমীলা বাহিনী। জাতীয় মঞ্চে দেশের সেরা অ্যাথলেটদের টেক্কা দিয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলেন ত্রিপুরার অভিজ্ঞ নারী অ্যাথলেটরা। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টে একের পর এক সোনা ও রুপো জিতে ক্রীড়ামোদীদের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তাঁরা। গোয়ার মাটিতে ত্রিপুরার এই সাফল্যকে ঐতিহাসিক বলে মনে করছে রাজ্যের ক্রীড়ামহল।এবারের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার ঝুলিতে পদকের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন অ্যাথলেটরা।

৩৫ ঊর্ধ বিভাগে অসামান্য পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে রত্না খাতুন তিনটি ইভেন্টে সোনা জয় করেছেন; তিনি ১৫০০ মিটার দৌড়, ট্রিপল জাম্প এবং ১০০ মিটার হার্ডেলসে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অন্যদিকে, ৫০ ঊর্ধ বিভাগে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ১৫০০ মিটার রেসে সোনা জিতেছেন মিতালী দেবনাথ। ৫৫ ঊর্ধ বিভাগের ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে সোনা জিতে রাজ্যের গৌরব বাড়িয়েছেন অর্চনা বণিক।

এছাড়াও সিনিয়র ক্যাটাগরিতে ত্রিপুরার অভিজ্ঞ অ্যাথলেটরা পদক তালিকায় নাম তুলেছেন। ৬০ ঊর্ধ বিভাগে দুর্দান্ত লড়াই করে জবা পাল দত্ত ট্রিপল জাম্প এবং ৮০ মিটার হার্ডেলসউভয় ইভেন্টেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রুপো জিতেছেন। পাশাপাশি, প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ৭৫ ঊর্ধ বিভাগে শেফালী বর্ধন তাঁর চমৎকার ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয় স্থান (রুপো) অর্জন করেছেন। ত্রিপুরার মহিলাদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ এবং মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং বিজয়ী অ্যাথলেটদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নেই শুভমন ! ঢুকল বৈভব, এশিয়ান গেমসে ৩০ জনের দল জানিয়ে দিল ভারত

সুযোগ কেকেআরের চার ক্রিকেটারেরজল্পনা সত্যি হল। এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা পেলেন না ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। নেই শুভমন গিলও। সুযোগ পেয়েছে আইপিএলে নজরকাড়া বৈভব সূর্যবংশী। আরও কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারকে দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে।১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জাপানে হবে এশিয়ান গেমস। সেই প্রতিযোগিতার জন্য প্রাথমিক দল জানাতে হত ভারতকে। শনিবার ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থাকে ৩০ জনের নাম জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে তিন এক দিনের ম্যাচ ও পাঁচ টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। যেহেতু সেই সময়ই এশিয়ান গেমস, তাই দু’টি দল গড়তে হবে ভারতকে। ৩০ জনের যে দলের নাম দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেও কয়েক জন ক্রিকেটারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ১৮ জনের দল যাবে এশিয়ান গেমসে। অর্থাৎ, ৩০ জন ক্রিকেটারকে দু’টি দলে ভাগ করা হবে।জায়গা নেই সূর্যেরটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে সূর্য জানিয়েছিলেন, ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স ও সেই বছরই টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপ জেতা তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু তত দিন তিনি অধিনায়ক থাকবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আগামী দু’বছরের কথা ভেবে নতুন হাতে দায়িত্ব দিতে পারে বোর্ড।শুভমনকে বাড়তি দায়িত্বসূর্যের মতো শুভমনকেও এশিয়ান গেমসের দলে নেওয়া হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টি-টোয়েন্টি দলে থাকতে পারেন তিনি। এ বারের আইপিএলে তাঁর সাফল্যের কথা মাথায় রেখে সেখানে তাঁকে অধিনায়ক করতে পারেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকরেরা। ভারতের বাকি দুই ফরম্যাটে শুভমন অধিনায়ক।এই দেশে সাধারণত তিন ফরম্যাটে একই অধিনায়কের রীতি রয়েছে। সেই রীতি মেনে শুভমনকে দায়িত্ব দিতে পারে বোর্ড।এশিয়ান গেমসে শ্রেয়স অধিনায়ক এশিয়ান গেমসের যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে, শ্রেয়সকে অধিনায়ক করা হতে পারে। যদি শ্রেয়স এশিয়ান গেমসে সাফল্য পান, তা হলে ভারতের প্রধান টি-টোয়েন্টি দলে ঢুকে পড়তে পারেন তিনি। বাড়তি দায়িত্বও দেওয়া হতে পারে এই মিডল অর্ডার ব্যাটারকে।ভারতীয় দলে বৈভবরত ‘এ’ দলেরপর এ বার সিনিয়র দলেও সুযোগ পেয়েছে বৈভব। এশিয়ান গেমসে তাকে খেলিয়ে দেখে নিতে চাইছে বোর্ড।যদি সেখানে বৈভব সাফল্য পায়, তা হলে ভারতের সিনিয়র দলে সুযোগ পেতে পারে সে। এখন থেকেই বৈভবকে ভারতীয় দলে খেলানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। ফর্মে থাকতে থাকতেই তাকে জাতীয় দলে দেখা যেতে পারে।এশিয়ান গেমসে কেকেআরের চারশিয়ান গেমসের যে প্রাথমিক দল জানানো হয়েছে, সেখানে কেকেআরের চার ক্রিকেটার রয়েছেন। রিঙ্কু সিংহ, হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তী আগেই ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য। পাশাপাশি অনুকূল রায়কেও নেওয়া হয়েছে দলে।এশিয়ান গেমসের ৩০ জনের দলযশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেকশর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিশন, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আয়ার, ঋষভ পন্থ, হার্দিক পাণ্ড্য, রিঙ্কু সিংহ, তিলক বর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর পটেল, অর্শদীপ সিংহ, কুলদীপ যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডি, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, বরুণ চক্রবর্তী, অনুকূল রায়, আয়ুষ বদোনি, হর্ষ দুবে, ধ্রুব জুরেল, খলিল আহমেদ, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবি বিশ্নোই, শাহবাজ আহমেদ, শিবম দুবে, বিপরাজ নিগম, হর্ষিত রানা, যশ ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর।

বিশ্ব বন্ধু স্মৃতি খেলো ধর্মনগর মেগা পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ধর্মনগরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো ‘বিশ্ব বন্ধু সেন মেমোরিয়াল খেলো ধর্মনগর ২০২৫’-এর মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে ট্রফি, সম্মাননা ও প্রাইজ মানি তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক জহর চক্রবর্তী। খেলো ধর্মনগর প্রতিযোগিতায় মোট ৪৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।শনিবারের অনুষ্ঠানে প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্রীড়াবিদদের হাতে ট্রফি ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বচ্ছতা ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এবার সমস্ত বিজয়ীদের প্রাইজ মানি সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগ ক্রীড়াবিদ ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।২০২৫ সালের শেষ লগ্নে শুরু হওয়া এই বৃহৎ ক্রীড়া উৎসবের সফল সমাপ্তি ঘটল এদিন। খেলাধুলার প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করা এবং ধর্মনগরের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমী ও বিশিষ্টজনেরা।অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ, বিজয়ীদের উচ্ছ্বাস এবং আগামী দিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রত্যাশা।

মুম্বইয়ে আবার ফিরতে চলেছে রোহিত-যুগ

আগামী মরসুমে হার্দিক পাণ্ড্যকে সম্ভবত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি গায়ে দেখা যাবে না। অধিনায়ক এবং ক্রিকেটার হার্দিকের পারফরম্যান্সে খুশি নন মুম্বই কর্তৃপক্ষ। তাঁর সঙ্গে সম্মানজনক বিচ্ছেদ হতে পারে আইপিএলের অন্যতম সফলতম দলের। রোহিত শর্মার পরামর্শ নিয়ে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে পারেন মুম্বই কর্তৃপক্ষ।

হার্দিকের সঙ্গে মুম্বই কর্তৃপক্ষের দূরত্ব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে কিছু দিন আগে থেকে। হার্দিকের নেতৃত্ব দেওয়ার পদ্ধতি নিয়েও আপত্তি রয়েছে তাঁদের। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দু’পক্ষের দূরত্ব মেটার সম্ভাবনা কম। মুম্বই কর্তৃপক্ষ হার্দিককে বাদ দিয়েই আগামী মরসুমের পরিকল্পনা করতে চাইছেন। একটি বিষয় নিশ্চিত, হার্দিক দলে থেকে গেলেও অধিনায়ক থাকবেন না। স্বভাবতই নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে হবে। এ ব্যাপারে রোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভেবেছেন মুম্বই কর্তৃপক্ষ।

রোহিতকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বুঝতে পারছেন মুম্বইয় কর্তারা। আবার এ রকম ভুল করতে চান না তাঁরা। মুম্বইয়ের সফলতম অধিনায়ক রোহিত। তাঁর ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতাও প্রচুর। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও তিনি। তাঁকে আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। মুম্বইয়ের সঙ্গে যুক্ত এক জন বলেছেন, “রোহিতের বেছে নেওয়া ক্রিকেটারকেই অধিনায়ক করা হবে। দলের কর্তারা বুঝতে পেরেছেন হার্দিককে অধিনায়ক করা ভুল হয়েছিল। তবে রোহিত অধিনায়ক হবেন না। নতুন কাউকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে।”

হার্দিক কি দলেও থাকবেন না? এ নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি মুম্বই কর্তারা। এ বার ক্রিকেটার হিসাবে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও অলরাউন্ডার হার্দিকের দক্ষতা নিয়ে সংশয় নেই মুম্বই কর্তৃপক্ষের। তিনি বলেছেন, “হার্দিক দল ছাড়তে চাইলে, তাঁকে হয়তো আটকাবেন না কর্তারা। কারণ শুধু ওর নেতৃত্বে নয় ব্যক্তি হার্দিককে নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকলে কেউ কি আর থাকতে চায়? মনে হয় হার্দিক ছাড়পত্র চেয়ে নেবে।”

গুজরাত টাইটান্স থেকে হার্দিককে নিয়ে আসার সময় গুজরাতের কোচ আশিস নেহরাকেও কি আনার চেষ্টা করা হয়েছিল? তিনি বলেছেন, “সাধারণত এমন হয় না। তেমন কিছু হয়ওনি। আইপিএলে দল পরিবর্তন সহজ নয়। চাইলেই অন্য দলের অধিনায়ক বা কোচকে নিয়ে আসা যায় না।” উল্লেখ্য, এ বার আইপিএলে ১৪টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটি জিতেছে পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নেরা।

বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়ে আরও চাপে ফিফা

বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে ততই সমস্যা বাড়ছে ফিফার। এমনিতেই টিকিটের অতিরিক্ত দাম নিয়ে সমালোচিত তারা। সেই বিষয়েই আমেরিকার আদালত তদন্ত শুরু করতে চলেছে ফিফার বিরুদ্ধে। আদালতের দাবি, দর্শকদের থেকে যে দাম নেওয়া হয়েছে তা অবিচারের শামিল।নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা জানতে ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। তাঁর দাবি, সেই শহরে বিশ্বকাপের আটটি ম্যাচ রয়েছে। শহরবাসী চাইছিলেন, বিশ্বকাপ তাঁদের দেশে, তাঁদের শহরে হোক। কিন্তু টিকিটের অতিরিক্ত দামের কারণে নিজের শহরেই ম্যাচ দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে পারেন। কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে ফিফার বৈচিত্রপূর্ণ দাম’-এর নীতিকে। এই নীতিতে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম বাড়ে বা কমে।নিউ ইয়র্কের ক্রেতা এবং কর্মী সুরক্ষা দফতরের সঙ্গে কাজ করছেন সরকারি আইনজীবী। মূলত নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ম্যাচগুলি নিয়েই তদন্ত করছেন তাঁরা। এই স্টেডিয়ামেই হবে ফাইনাল। কিন্তু টিকিটের দাম এতটাই বেশি যে সেই শহরের লোকেরাই ম্যাচ দেখতে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।আইনজীবী লেটিটিয়া জেমস বলেছেন, “নিউ ইয়র্কবাসী কত বছর ধরে চাইছিলেন তাঁদের শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ হোক।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

অবহেলায় ধুঁকছে উদয়পুরের একমাত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজর্ষি কলাক্ষেত্র, ক্ষোভে শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা

উদয়পুর, ৩০ মে : দীর্ঘদিনের দাবি এবং সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে নির্মিত হয়েছিল উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্র। জেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা এই অডিটোরিয়াম আজ চরম অবহেলা ও অযত্নের শিকার বলে অভিযোগ উঠেছে। উদ্বোধনের এক দশকেরও কিছু বেশি সময়ের মধ্যে রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের বর্তমান বেহাল চিত্র নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিল্পী মহল, সংস্কৃতিপ্রেমী নাগরিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

জানা যায়, ২০১০ সালের ৪ অক্টোবর তৎকালীন সরকারের উদ্যোগে রাজর্ষি কলাক্ষেত্র নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। জেলার শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে নির্মিত এই পরিকাঠামো বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কলাক্ষেত্রের ছাদে আগাছা জন্মে জঙ্গলময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভবনের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলের ট্যাংকিতে নিয়মিত জল সরবরাহ নেই, শৌচালয়গুলি ব্যবহার অনুপযোগী অবস্থায় রয়েছে। দর্শকদের জন্য থাকা আসনগুলির অনেকেই ভাঙাচোরা। কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভ্রাট মোকাবিলার জন্য থাকা জেনারেটরও অচল অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, হল ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনকারীরাও ন্যূনতম পরিষেবা পাচ্ছেন না। কলাক্ষেত্রের নিজস্ব মাইক্রোফোন ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের অধিকাংশই অকেজো হয়ে পড়ায় অনুষ্ঠান আয়োজকদের অতিরিক্ত খরচ করে বাইরে থেকে সরঞ্জাম ভাড়া আনতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

এদিকে কলাক্ষেত্রের আশেপাশের নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ড্রেন পরিষ্কার না হওয়ায় নোংরা জল জমে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সামগ্রিক নাগরিক পরিষেবার অভাব পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ফলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সচেতন নাগরিকরা।

শুধু কলাক্ষেত্রই নয়, উদয়পুর শহরের নাগরিক পরিষেবা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে। শৌচালয় পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত সেস গাড়িটি দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ। ডাম্পিং স্টেশনের অভাবে গাড়িটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অতিরিক্ত ব্যয় করে দূরবর্তী অমরপুর থেকে পরিষেবা নিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পৌর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, উদয়পুরে বড় আকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বিকল্প কোনও আধুনিক হল নেই। ফলে জেলার অধিকাংশ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি রাজর্ষি কলাক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এই অডিটোরিয়ামের বর্তমান বেহাল অবস্থা শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

সংস্কৃতিপ্রেমী নাগরিকদের দাবি, অবিলম্বে উদয়পুর পৌর পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি জেলার জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপে দ্রুত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে।

এখন উদয়পুরবাসীর একটাই প্রশ্ন, জেলার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রাজর্ষি কলাক্ষেত্র কি অবহেলার কারণে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাবে, নাকি সময় থাকতে প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে?

উদয়পুর রেলস্টেশনে গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই যুবক আটক

আগরতলা, ৩০ মে: গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করল উদয়পুর রেলস্টেশনের জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃত দুই যুবকই সোনামুড়া মহকুমার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাব্রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে চেপে বিপুল পরিমাণ গাঁজা ধর্মনগরে পাচারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল অভিযুক্তরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদয়পুর রেলস্টেশনে নজরদারি বাড়ায় জিআরপি পুলিশ।

ট্রেনটি উদয়পুর স্টেশনে পৌঁছালে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুই যুবককে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাদের কাছে দুটি ব্যাগে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ।

ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং পাচারচক্রের নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে জিআরপি পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে ধলাইয়ে প্রস্তুতি ও সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৩০ মে : ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন ত্রিপুরা সফরকে সামনে রেখে শনিবার ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিএসএফ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপারসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে সুষ্ঠু, নিরাপদ ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক সমন্বয়, অতিথি অভ্যর্থনা এবং সফর-সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে ইডি তল্লাশির প্রতিবাদে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ মে: কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড পিনারাই বিজয়নের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট -এর তল্লাশি অভিযানের প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে ধর্মনগরে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সিআইটিইউ ধর্মনগর মহকুমা কমিটি। দুপুর ১২টায় সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।

মিছিল চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ধর্মনগরের রাজপথ। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, উত্তর জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশ রায়, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথসহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত নেতৃত্বরা ইডি-র অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার লড়াই আরও জোরদার করতে হবে। তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। ফলে প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে ধর্মনগরের রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়ে।মিছিলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আগামীদিনে ও এই ধরনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠার আহ্বান জানান।

গন্ডাছড়ায় যুবকের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩০ মে: গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজার সংলগ্ন ষাটকার্ড এলাকায় এক যুবকের বিরুদ্ধে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ ও অশোভন কর্মকাণ্ডের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত তপন দেবনাথ নামে এক যুবক দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মহিলা ও যুবতীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে আসছেন বলে প্রতিবেশীদের অভিযোগ। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন সময় মহিলাদের মোবাইলে আপত্তিকর বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি প্রকাশ্যে অশোভন আচরণ করতেন, যার ফলে এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

শনিবার দুপুরে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে ফের অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠলে এলাকার মহিলা ও পুরুষরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সরব হন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অভিযুক্ত যুবক নিজ বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

খবর পেয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা থানার সেকেন্ড অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ অভিযুক্তের সঙ্গে কথা বলে এবং এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার বিষয়ে অভিযোগ ও স্থানীয়দের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার বিকেল থেকে এলাকায় চাঞ্চল্যের পরিবেশ বিরাজ করছে।

অসমাপ্ত সরকারি কাজ পরিদর্শনে বিধায়কদের প্রতিনিধি দল, দ্রুত সম্পন্নের নির্দেশ

আগরতলা, ৩০ মে : রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অসমাপ্ত পড়ে থাকা সরকারি কাজ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে গঠিত বিধায়কদের প্রতিনিধি দল শনিবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে।

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার উদ্যোগে শাসক ও বিরোধী দলের মোট ১১ জন বিধায়ককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব। কমিটির মূল লক্ষ্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শনিবার সকালে কমিটির চেয়ারম্যান অন্তরা সরকার দেবের নেতৃত্বে শাসক ও বিরোধী দলের মোট আটজন বিধায়ক কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের চাম্পামুরা, সেকেরকোট ও ফুলতলীসহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখে এবং দীর্ঘদিন ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা কাজগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে।

পরিদর্শনকালে বিধায়করা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের দ্রুততার সঙ্গে বাকি কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও শোনেন এবং সেগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এদিনের পরিদর্শনে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগরে সিআইটিইউ-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ মে : যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায় উদযাপিত হলো সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সিআইটিইউ)-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। শনিবার দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা দিবসটি পালন করেন।

সকাল আটটায় ধর্মনগর মহকুমার ১৪টি জোনে একযোগে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে সকাল ১০টায় ধর্মনগর মহকুমা দপ্তরে প্রধান পতাকা উত্তোলন করেন সিআইটিইউ-এর রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্ত।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বেলা ১১টায় মহকুমা দপ্তরে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। গান, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

দুপুর ১টায় মহকুমা দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ আলোচনা সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিআইটিইউ-এর ধর্মনগর মহকুমা সভাপতি নিরঞ্জন দেবনাথ। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদক জহুরুল হক এবং রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্তসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিতাভ দত্ত বলেন, সিআইটিইউ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষায় এবং শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম করে আসছে। বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের অধিকার খর্বের বিভিন্ন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, সংগঠনের ৫৭ বছরের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আগামী দিনে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায় ও স্বার্থরক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আলোচনা সভায় উপস্থিত বক্তারাও শ্রমিক ঐক্য ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে আরও বেগবান করার আহ্বান জানান। দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ধর্মনগর মহকুমায় সিআইটিইউ-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফলভাবে পালিত হয়।

তামাকবিরোধী সচেতনতা শিবির বেরিমুড়ায়, প্রচারে ১৫০ মেডিক্যাল শিক্ষার্থী

আগরতলা, ৩০ মে: বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি)-এর উদ্যোগে বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত বেরিমুড়া গ্রামে একটি ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে কলেজের প্রায় ১৫০ জন ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

আমবাসায় বলেরো-স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩০ মে: ধলাই জেলায় ফের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। শনিবার ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের নাইলাহাবাড়ি এলাকায় একটি বলেরো গাড়ি ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার আমবাসা থেকে আগরতলাগামী একটি বলেরো গাড়ি দ্রুত গতিতে জাতীয় সড়ক ধরে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি স্কুটির সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতায় স্কুটিটি দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। স্কুটির চালক ও পিছনে থাকা এক মহিলা যাত্রী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারী দল। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে তাদের ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বলেরো ও স্কুটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বলেরো গাড়ির চালকের ভূমিকা এবং দুর্ঘটনার পর তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এই ঘটনার পর ফের একবার ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া যান চলাচল এবং সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের এই অংশে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে স্মরণ, বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩০ মে : শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এক বার্তায় মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ যখন জাতির অন্যতম সাহসী সন্তান জিয়াউর রহমানের স্মৃতিচারণে একত্রিত হয়েছে, তখন ভারতও তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

নারী ক্ষমতায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার: সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে: নারী ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে কেন্দ্র ও রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকার। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফলে আজ রাজ্যের অসংখ্য মহিলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। শনিবার মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরেন্দ্রনগর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার কর্মী সম্মেলনে এই কথা বলেন রাজ্যের পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সম্মেলনে উপস্থিত মহিলা কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, নারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে রাজ্যের বহু মা-বোন আজ নিজস্ব কর্মসংস্থান গড়ে তুলে পরিবারের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করতে সক্ষম হয়েছেন। নারী ক্ষমতায়নের এই ধারা আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এদিনের সম্মেলনে মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহের প্রশংসা করে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং জনমুখী নীতির প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণই তার অন্যতম প্রমাণ।

সম্মেলনে দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আগামী দিনে নারী নেতৃত্বের বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা মোর্চার নেত্রী ও কর্মীসহ দলের একাধিক পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

পালপাড়ায় খোয়াই নদীর উপর পাকা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে, খুশির হাওয়া এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকায় খোয়াই নদীর উপর নির্মিত পাকা সেতুর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। সেতুটি চালু হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন এলাকার বাসিন্দারা। বহু বছরের যাতায়াত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে চলায় গোটা এলাকায় দেখা দিয়েছে উৎসবের আমেজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পালপাড়া এলাকায় শতাধিক পরিবারের বসবাস। দীর্ঘদিন ধরে খোয়াই নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা ছিল একটি বাঁশের সাঁকো। বিশেষ করে বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে সাঁকোটি ডুবে যেত, ফলে এলাকার মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হতো। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কর্মজীবী মানুষ, এমনকি অসুস্থ রোগীদেরও দীর্ঘ পথ ঘুরে যাতায়াত করতে বাধ্য হতে হতো।

এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি এবং জনদুর্ভোগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ২০২৩ সালে তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায় খোয়াই নদীর উপর একটি স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিলান্যাসের পর দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং বর্তমানে সেতুর কাজ প্রায় সম্পূর্ণতার পথে।

স্থানীয়দের মতে, সেতুটি চালু হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষিকাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরও সহজ ও নিরাপদ হবে।

নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছানোয় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গন্ডাছড়ায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, শুক্রবারঃ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে যখন সর্বত্র আলোচনা চলছে, ঠিক সেই আবহেই ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া। মহকুমার নারায়ণপুর ও সরমা এলাকায় আয়োজিত এই মহড়ায় যুদ্ধকালীন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতি ও বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়।

শুক্রবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ হঠাৎ করেই গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের জরুরি সাইরেন বেজে ওঠে। সাইরেন শোনামাত্র অফিসের কর্মীরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান। এরপর মহকুমা সদরে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে আকাশে দুটি যুদ্ধবিমানের সংঘর্ষের ফলে একটি বিমান ভেঙে মহকুমা শাসক কার্যালয় সংলগ্ন পঞ্চায়েত অফিসের মাঠে আছড়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার জেরে পার্শবর্তী কয়েকটি বস্তিতে আগুন লেগেছে বলেও প্রচারিত হয়।

সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, বন দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পানীয় জল ও স্যানিটেশন দপ্তরের কর্মীরা। সর্বপ্রথম উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহকুমার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিদ্যুৎ কর্মীরা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা নেন এবং পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে উদ্ধারকাজের পথ সুগম করেন।

এদিকে দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে অস্থায়ী স্বাস্থ্য শিবিরে নিয়ে যান ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দলের সদস্যরা। ঠিক সেই সময়ই নতুন করে খবর আসে, সরমা এলাকার ফিশারি পাড়ে যুদ্ধবিমান থেকে বোমাবর্ষণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

তবে এই ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পুরো ঘটনাই ছিল গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত একটি পরিকল্পিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহড়া। যুদ্ধকালীন বা অন্য যেকোনো বড় ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর প্রস্তুতি যাচাই এবং সমন্বিত কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়।

মহড়াটি পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব, ডিস্ট্রিক্ট সিভিল ম্যানেজমেন্ট (ডিসিএম) কর্মকর্তা রূপম দেবনাথ, সুভাষ দেবনাথসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। সমগ্র মহড়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ ধরনের মহড়া ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের আরও দক্ষ ও প্রস্তুত করে তুলবে।

আয়ুষ্মান স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচি জোরদার করতে ত্রিপুরা ভালো অবস্থানে রয়েছেঃ ডঃ রাহুল মেহরা

আয়ুষ্মান ভারত স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে এবং এটিকে সামগ্রিক শিশু বিকাশের একটি মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। তবে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে এর সুফল শতভাগ নিশ্চিত হলে গেলে আগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ফলাফল পরিমাপ এবং অভিভাবকদের আরো বেশি সচেতন করার মতো দুর্বলতার জায়গা গুলি চিহ্নিত করতে হবে।

ইউনেস্কো চেয়ার অন গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনের ভারতের প্রতিনিধি এবং তরং হেলথ অ্যালায়েন্সের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডঃ রাহুল মেহরা, তারাং হেলথ অ্যালায়েন্স, শিক্ষা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ক ভারতীয় সাংবাদিকদের ফোরাম (ফিজিহা) এবং অ্যালায়েন্স ফর চেঞ্জ, ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ইনোভেশন (অ্যাকশন) যৌথভাবে আয়োজিত একটি ওয়েবিনার-কাম-মিডিয়া কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা জানান। রাজ্যের ১২৫ টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে আয়ুষ্মান ভারত স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচির সূচনা একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল সমাজের বিকাশে ত্রিপুরার প্রতিশ্রুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করে। ডাঃ মেহরা উল্লেখ করেছেন যে এই কর্মসূচির এগারোটি মডিউল পুষ্টি ও স্যানিটেশন থেকে শুরু করে মানসিক সুস্থতা এবং ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার পর্যন্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে বিস্তৃত এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি বিস্তৃত শিক্ষকের ম্যানুয়াল এবং ভিডিও রয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের উপর চলমান হস্তক্ষেপ এই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। ডঃ মেহরা মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার সামগ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রশংসা করে বলেন যে স্বাস্থ্য শিক্ষা সরাসরি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। 'সামগ্রিক শিক্ষা শিশুদের দায়িত্বশীল, সামাজিকভাবে সচেতন এবং নৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হতে সহায়তা করবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সরাসরি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে কারণ এটি শিশুদের অল্প বয়স থেকেই আত্ম-সচেতনতা, মানসিক স্থিতিস্থাপকতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতার সাথে সজ্জিত করে। ডঃ মেহরা চারটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন যেখানে এই কর্মসূচিটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা যেতে পারেঃ এগুলি হল শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য আচরণ পরিবর্তনের একটি শিক্ষাবিজ্ঞান প্রয়োজন যা মূল একাডেমিক বিষয়গুলির শিক্ষার থেকে আলাদা। ফলাফল পরিমাপঃ বর্তমান কাঠামো শুধুমাত্র পড়ানো ক্লাসের সংখ্যা পরিমাপ করে, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য আচরণের পরিবর্তনের কোনও মূল্যায়ন ছাড়াই। প্রকৃত ফলাফলগুলি ট্র্যাক করার জন্য একটি প্রাক-পোস্ট বিশ্লেষণ কাঠামো চালু করতে হবে।

ছাত্রদের ওয়ার্কবুকঃ ছাত্রদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওয়ার্কবুক থাকা উচিত যা তারা ঘরে নিয়ে যেতে পারে, যা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষাকে শক্তিশালী করে।

পিতামাতার সম্পৃক্ততাঃ শিক্ষকদের অবশ্যই সক্রিয়ভাবে পিতামাতাকে জড়িত করতে হবে যাতে তারা বাড়িতে ইতিবাচক স্বাস্থ্য রোল মডেল হিসাবে কাজ করে। বিশ্বব্যাপী অনুশীলনের কথা উল্লেখ করে ডঃ মেহরা ফিনল্যান্ড এবং জাপানকে এমন দেশগুলির উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে মূলধারার বিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা কেবল স্বাস্থ্য সূচকই নয়, উপস্থিতি, একাগ্রতা, মানসিক সুস্থতা এবং একাডেমিক পারফরম্যান্সেরও উন্নতি করেছে। তিনি আরও বলেন, তারাং হেলথ অ্যালায়েন্স ইতিমধ্যেই একটি কাঠামোগত স্কুল-স্বাস্থ্য পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে-যা শিক্ষার্থীদের ওয়ার্কবুক এবং ইন্টারেক্টিভ লার্নিং মডিউল দ্বারা সমর্থিত-বর্তমানে নতুন দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং জয়পুর জুড়ে স্কুলগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচিটি শ্রেণীকক্ষ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষার সঙ্গে পিতামাতার সম্পৃক্ততা এবং শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্থায়ী জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনার জন্য পরিকল্পিত আচরণগত শিক্ষার পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটায়। ডাঃ মেহরা বলেন যে বিদ্যালয়-স্বাস্থ্য শিক্ষাকে শক্তিশালী করা একটি অতিরিক্ত একাডেমিক বোঝা না হয়ে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ হিসাবে দেখা উচিত। তিনি বলেন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে বিদ্যালয় ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করলে ত্রিপুরার জন্য আরও শক্তিশালী সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা, স্বাস্থ্যকর আচরণগত নিদর্শন এবং দীর্ঘমেয়াদী মানব উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি শিক্ষার ফলাফলের উন্নতি হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 31-05-2026, 01:04